

অভিনেত্রীর স্বামী

…শ গুহ নিয়োগী

অভিনেত্রীর স্বামী

শৈলেশ গুহ নিয়োগী

ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

প্রচ্ছদ—প্রণব শূর

দাম—[illegible]

দাম- ৩.৫০ পয়সা

এস, দত্ত কর্তৃক, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও অজিত সাউ, রূপলেখা প্রেস কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

শ্রীমতী অঞ্জলি লাহিড়ীকে

এই নাটকের কাহিনী কাল্পনিক এবং ঘটনা ও চরিত্রও। তবু যদি কারো ব্যক্তিগত জীবনে বা ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা নেহাতই আকস্মিক। তবে এতে যে সমস্যার কথা তোলবার প্রয়াস পেয়েছি, তা আমাদের সমাজ জীবনের নানান জটিলতাকে আরো জটিল করে তুলেছে নিঃসন্দেহে।

সবশেষে, 'অভিনেত্রীর স্বামী' যাঁরা অভিনয় করবেন, অনুগ্রহ করে সংস্থার নাম, স্থান ও তারিখ নাট্যকারকে জানাবেন।

শৈলেশ গুহ নিয়োগী
১০. ৫. ৬৬

৬।১ ফকির হালদার লেন
কলিকাতা—২৬

লেখকের অন্যান্য নাটক

গভীর জলের মাছ
ঝর্ণা
উত্তাল তরঙ্গ
দমকল
গোলাপ কাঁটা
বৌদির বিয়ে
পাহাড়ী ফুল
ক্যাম্প থ্রি
বিদিশ
কলেজ হোস্টেল
গোলপার্ক
ফ্লু
প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ
ডাইভোর্স
ঝুমুর
রিহার্সাল
রি-এ্যাকশন্
পলিটিক্স
তিন একাঙ্ক সংকলন

নাটুকে দল কর্তৃক প্রথম মঞ্চে রূপায়ণ

চরিত্র	শিল্পী
চন্দনা	নীনা ঘোষ
পাপিয়া	সবিতা দাস
সুশোভন	শ্যামাকান্ত দাস
বিল্টু	পরিমল মুখোপাধ্যায়
অসীম	ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়
চণ্ডী	শঙ্কর পাল
শান্তনু	দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ধীরাজ	মাঃ মাধব
দীপ্তেন্দু	অজিত মুখোপাধ্যায়
মিলন	মানিক চক্রবর্তী
বলোহরি	তপন দত্ত
হাবু	দুলাল দত্ত
নরনারায়ণ	বাদল মুখোপাধ্যায়

—নেপথ্যে—

মঞ্চ পরিকল্পনা ও রূপসজ্জা —রবীন দত্ত

আলোক সম্পাত—রবীন দাস

ব্যবস্থাপনা—বিভূতি দত্ত

পরিচালনা : শ্যামাকান্ত দাস

প্রথম অংক

[অভিনেত্রী চন্দনাদেবীর ভেতরের দিকের একখানা ঘর রুচি অনুযায়ী সাজান গোছান। ঘরের মধ্যে আছে ছোট দামী খাট। কেউ শোয় না, শুধু হাত পা মেলে বসবার জন্য ব্যবস্থা। আরো আছে সোফা, স্টীলের চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, ফুলদানী, টেবিল ক্যালেণ্ডার, রেডিও, টেলিফোন, চামড়ার স্যুটকেস্, কাঁচের জার, রঙীন গ্লাস, রামকৃষ্ণের মূর্তি ইত্যাদি। দেয়ালের গায়ে চন্দনাদেবীর নানা ভঙ্গীমায় কতগুলো ফটো। তার পাশে কয়েকজন মহাপুরুষের তৈল-চিত্র। ছবিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা হুকের সঙ্গে ঝুলছে দামী ভ্যানিটি ব্যাগ, ঘুঙুর ও এয়ারওয়েজের একটা নতুন সাইড ব্যাগ। মেঝের খানিকটা জায়গা কার্পেট দিয়ে ঢাকা। দরজা-জানালায় সামঞ্জস্য রেখে রঙীন পর্দা টাঙ্গানো। নাটক শুরু হয় এক বিকেল থেকে।

চন্দনাদেবীর স্বামী সুশোভন গেঞ্জি পরে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে তার স্ত্রীর শাড়ী আর ব্লাউজ ভাঁজ করে নিয়ে ভেতরে যায়। ঘরের মধ্যে টেলিফোন বাজে। সুশোভন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে রিসিভার তোলে]

সুশোভন ॥ হ্যালো........? হ্যাঁ এটাই চন্দনা দেবীর বাড়ী। বলুন কি দরকার? না—সে বাড়ী নেই। আমাকে বলতে পারেন, চন্দনা এলে আমি বলে দেব। আমি চন্দনার স্বামী....সুশোভন রায়। সে কি, আপনি তাকে অবিবাহিতা ভেবে বসে আছেন! আরে মশাই সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না, কুমারী মেয়ে সেজে তাকে সব সময় অভিনয় করতে হয়, সেইজন্য। না-না মশাই, আমিই তার অরিজিনাল স্বামী—ইয়েস্ অনলি হাজবেণ্ড! নমস্কার।

[সুশোভন টেলিফোন রেখে দেয়। কলিং বেল বেজে ওঠে। সুশোভন দরজা খুলে দেয়। বিল্টুবাবু নামে একজন গলায় ধড়া নিয়ে প্রবেশ করে]

বিল্টু ॥ চন্দনা আছে?

সুশোভন ॥ না বাড়ী নেই।

বিল্টু ॥ কখন ফিরবে?

সুশোভন ॥ রাত বারোটার পর।

বিল্টু ॥ কোথায় গেছে বলতে পারেন?

সুশোভন ॥ পারি কিন্তু বলব না। আমি ঠিকানাটা বলে দিই, আর আপনি গিয়ে তার সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করুন।

বিল্টু ॥ রাত বারোটা পর্যন্ত কিসের সাধনা করে?

সুশোভন ॥ শিল্পীর সাধনা কত রকমের হতে পারে। গান শেখে, নাচ শেখে, অভিনয় শেখে। সাধনা আছে বলেই তো এত বড় হয়েছে। তা আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

বিল্টু ॥ আমার নাম বিল্টু বোস। চন্দনা আমাকে কথা দিয়েছিল,

আমার মা মরে গেলেই সে আমার ভালবাসার মর্য্যাদা দেবে। বধূ-বেশে সে আমার ঘরে আসবে। শুভ সংবাদটা তাকে দিতে এলাম। মা কাল রাতেই গত হয়েছেন।

সুশোভন॥ দাঁড়ান—দাঁড়ান, জিনিসটা ভাল করে বুঝে নিই। আপনার ঘরে বধূবেশে চন্দনা যাবে!

বিল্টু॥ সেই রকমই আমাকে কথা দিয়েছে।

সুশোভন॥ আমার পরিচয় আপনি জানেন?

বিল্টু॥ না—আপনাকে তো কোনদিন দেখিনি এ বাড়ীতে।

সুশোভন॥ আমি বাইরে চাকরী করি। সম্প্রতি মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছি।

বিল্টু॥ চন্দনা আপনার আত্মীয় বুঝি?

সুশোভন॥ হ্যাঁ—পরম আত্মীয়।

[উগ্রসাজে চন্দনা প্রবেশ করে। বিল্টুকে দেখে চমকে যায়]

চন্দনা॥ একি বিল্টুবাবু, আপনার কি হয়েছে?

বিল্টু॥ সু-সংবাদ আছে চন্দনা। মা কাল রাতে মারা গেছে!

সুশোভন॥ আপনি তো মশাই অদ্ভুত লোক। মা মারা গেছে, সেটা আপনার কাছে সুসংবাদ হলো?

চন্দনা॥ চুপ করো সুশোভন।

বিল্টু॥ এই লোকটা কে বলতো চন্দনা? তখন থেকে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করে বিরক্ত ধরিয়ে দিয়েছে।

চন্দনা॥ (হেসে) ওর স্বভাবই ঐ রকম। ও আমার মাসতুতো ভাই।

সুশোভন ॥ (অবাক ভাবে) চন্দনা!

[চন্দনা সুশোভনকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলে। সুশোভন হাসিতে ফেটে পড়ে]

চন্দনা ॥ কি হচ্ছে সুশোভন! ওভাবে হেসো না।

সুশোভন ॥ আরে এসব কথা আমাকে আগে বলবে তো? শুনেছি রাঁচীতে অনেক লোক আছে, যাদের সঙ্গে কথা বলে কিছুতেই বোঝা যায় না—। এখন একেবারে সামনা-সামনি—হাঃ হাঃ হাঃ—

বিল্টু ॥ আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছেন নাকি?

চন্দনা ॥ ছি বিল্টুবাবু, আপনিও পাগল হলেন দেখছি। আপনি এদিকে শুনুন।

[চন্দনা বিল্টুকে আরেকপাশে নিয়ে গিয়ে কিছু বলতেই বিল্টু হো হো করে হেসে ওঠে]

বিল্টু ॥ তাই নাকি! তা আমি কি করে জানব বল? এসে জোটেও কপালে!

চন্দনা ॥ সুশোভন, তুমি একটু ভেতরে যাও।

সুশোভন ॥ তুমি আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলে কেন?

চন্দনা ॥ পরে বলব। তুমি যাও—

[সুশোভন বিল্টুর কাছে এগিয়ে যায়]

সুশোভন ॥ (করুণার হাসি হেসে) আমি ভেতরে যাচ্ছি বিল্টুবাবু। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব আনন্দ হলো। চন্দনাকে

বেশিক্ষণ আটকে রাখবেন না। ও আজ খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে।

বিল্টু ॥ না-না, এতদিন পর ভাই-বোনে দেখা, আমি আপনাদের সময় নষ্ট করব না।

সুশোভন ॥ আচ্ছা—আচ্ছা—

[সুশোভন হাসতে হাসতে ভেতরে যায়]

বিল্টু ॥ ভদ্রলোকের কতদিন হলো মাথার দোষ হয়েছে ?

চন্দনা ॥ হয়েছে অনেক দিন। আসলে সুশোভন আমার আপন মাসতুতো ভাই নয়।

বিল্টু ॥ তবে ?

চন্দনা ॥ দেশে ওদের বাড়ী আমাদের বাড়ী পাশাপাশি ছিল। ওর মা আমার মাকে দিদি বলে ডাকত।

বিল্টু ॥ এই ঝঞ্ঝাট তোমার ঘাড় থেকে কবে নামবে ?

চন্দনা ॥ রাঁচীতে একমাস পরে একটা সীট খালি হবে। সেখানেই ওকে ভর্তি করে দেব ঠিক করেছি। এসব কথা থাক। আপনার খবর কি বলুন ?

বিল্টু ॥ চন্দনা, তুমি যা চেয়েছিলে, তাই হয়েছে। দুটো মন যদি এক হয় কোন বাধাই মানে না।

চন্দনা ॥ আপনার মা মারা গেলেন কি ভাবে ?

[বিল্টুর চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে]

বিল্টু ॥ সে এক ইতিহাস বটে ! ডাক্তার দু'রকমের ওষুধ দিয়েছিল

একটা খাবার, একটা মালিশ। মালিশের শিশির গায়ে লেখা ছিল পয়জন্। দিলাম উল্টো পাল্টা করে—ব্যস ফিনিস!

চন্দনা॥ কি সর্বনাশ! আপনার মাকে আপনি খুন করেছেন?

বিল্টু॥ কি করব বল, আমার মায়ের কুৎসিত চেহারা বলে, তুমি আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি করলে। আমার কাছে মা'র চেয়ে তুমি অনেক বড়, চন্দনা। এবার বুঝে নাও আমি তোমাকে কত ভালবাসি!

চন্দনা॥ আপনার অশৌচ কত দিন?

বিল্টু॥ একমাস। তবে আমি তেরো দিনেই সেরে ফেলব।

চন্দনা॥ মাথা কামাবেন নাকি?

বিল্টু॥ তুমি যদি আপত্তি কর, মোটেই—কামাবো না।

চন্দনা॥ কামাবেন না। আপনার সারা শরীরের মধ্যে মাথার চুলগুলোই আমার ভাল লাগে।

বিল্টু॥ তবুও তো আমার মাথায় কোন দিন হাত বুলোওনি। চন্দনা, আমি সারা জীবনের মত আমার মাথা তোমার হাতে তুলে দিতে চাই। তুমি প্রাণ ভরে হাতিও। বল, কবে সেই শুভ দিন? তুমি যদি বল আমি অশৌচের মধ্যেই ম্যারেজ সেরিমনি সেরে ফেলব।

চন্দনা॥ এত অধৈর্য্য হয়ে পড়ছেন কেন? সময় হলে সব হবে।

বিল্টু॥ কি বলছ চন্দনা! এর চাইতে ভাল সময় আর কবে হবে?

চন্দনা॥ আচ্ছা, আমি ভেবে বলব।

বিল্টু॥ সামান্য ব্যাপারে ভাববার কিছু নেই।

চন্দনা ॥ আছে বৈকি! আমি একজন অভিনেত্রী। বিয়ের কথা এ্যানাউন্স করার সঙ্গে সঙ্গে প্রেস্‌ওয়ালারা এসে হাজির হবে।

বিল্টু ॥ তাতে দোষের কি আছে? তোমার পাশে যেদিন আমার ছবি ছেপে বেরোবে, সেদিন আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। মাতৃহারা একটা ছেলের প্রতি তুমি অবিচার কোরোনা।

চন্দনা ॥ আপনি একটু ঘুরে আসুন বিল্টুবাবু। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

বিল্টু। আচ্ছা—আমি ঘুরেই আসছি। তুমি বাড়ী আছ তো?

চন্দনা ॥ হ্যাঁ—আছি।

বিল্টু ॥ পাগলাটার সঙ্গে থাকতে তোমার ভয় করবে না তো?

চন্দনা ॥ তা, আমার অভ্যেস আছে।

[বিল্টু চলে যায়। ভেতর থেকে ঢোকে সুশোভন]

সুশোভন ॥ গেছে? উঃ, কি করে তুমি এইসব লোকগুলোকে সহ্য কর?

চন্দনা ॥ করতে হয়। কাকে দিয়ে কখন কি উপকার হয় বলা যায় না।

সুশোভন ॥ পাগল তোমার কি উপকার করবে?

চন্দনা ॥ হয়তো ওর তিনতলা বাড়ীটাই আমার নামে পাগলামী করে লিখে দেবে।

সুশোভন ॥ বাড়ী লিখে দিলে তুমি নেবে নাকি?

চন্দনা। কেন নেব না? আমি না নিলে অন্য মেয়ে নিয়ে নেবে।

সুশোভন ॥ সত্যি—তিন বছর পর আমি এখানে এসেছি। এর

মাঝখানে আমি তোমাকে একটি পয়সাও সাহায্য করতে পারিনি। আমি কল্পনাও করিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে তুমি এত উন্নতি করবে। তোমার কত নাম হয়েছে। সবাই তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যস্ত। একটু অনুগ্রহ পাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। জান, আজ আমার গর্ব বোধ হচ্ছে এই ভেবে যে, তোমার মত নাম করা অভিনেত্রীর আমিই একমাত্র স্বামী!

চন্দনা॥ তুমি তো এই লাইনে আমাকে দিতে আপত্তি করেছিলে।

সুশোভন॥ তখন ভাবতাম বিয়ের আগে যা করতে করতে, বিয়ের পর দশজায়গায় অভিনয় করা ভাল নয়। আমার বন্ধু বান্ধবরাও আমাকে সেই রকম বুঝিয়েছিল। কিন্তু শিল্প চর্চার মধ্য দিয়ে যে এত টাকা রোজগার হতে পারে কল্পনাও করিনি। ভাগ্যিস তুমি আমার অবাধ্য হয়ে এই লাইনে গিয়েছিলে!

চন্দনা॥ এই জন্যেই স্ত্রীর স্বাধীনতা দরকার। অবাধ মেলামেশার অভাবে যে কত স্ত্রীর প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই।

সুশোভন॥ আমি কিন্তু প্রথমে আপত্তি করলেও, পরে তোমাকে সুশ্রী অভিনেত্রী তৈরী করবার জন্য কম চেষ্টা করিনি। তুমি কত রোগা টিং টিং-এ ছিলে। চোখ দুটো গর্তে ঢোকা ছিল। মুখখানা কাঠের বাক্সের মত এত চৌকো ছিল যে পেছন দিক থেকেও তোমার মুখের অর্দ্ধেক দেখা যেত।

চন্দনা॥ হ্যাঁ মনে পড়ে। তুমি আমাকে মৃত সঞ্জীবনী খাওয়াতে শুরু করলে।

সুশোভন॥ শুধু কি তাই, তোমাকে মোটা করবার জন্য নিজে একবেলা না খেয়ে তোমাকে কত টেংড়ির জুস্ কিনে কিনে

খাইয়েছি। আস্তে আস্তে তোমার চোখ দুটো ভেসে উঠে পটল-চেরা হয়ে গেল। গালদুটো টিউমারের মত মাংস লেগে ভরে উঠল। কোমর সরু রইল, আর বাকী দেহটাই পাশ বালিসের মত ফুলে উঠল। চেহারা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের স্বচ্ছলতাও ফিরে এলো। আচ্ছা চন্দনা, এখন তো আমার বাইরে চাকরী না করলেও চলে।

চন্দনা ॥ আরো কিছু দিন পরে তুমি চাকরী ছেড়ো। এখনও তো আমি সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিনি।

সুশোভন ॥ তা ঠিক। কিন্তু বছরের পর বছর বিদেশে পড়ে থাকতে আমার ভাল লাগে না।

চন্দনা ॥ কি করবে বল, আমাদের ভাগ্যটাই এই রকম—

[চন্দনা কাঁদতে আরম্ভ করে]

সুশোভন ॥ তোমাকে কাঁদতে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান? আগের কান্নার চেয়ে এখনকার কান্না অনেক উন্নত পর্য্যায়ে চলে গেছে। মনে করোতো একখানা আটপৌরে শাড়ী পরে, টিনের থালায়, মোটা চালের ভাত সামনে নিয়ে তুমি যখন কাঁদতে তখন হয়তো আরো আবেগ ছিল, কিন্তু রুচি-বোধ ছিল না। বিশ্রী একটা আওয়াজ গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতো। আর এখন শব্দ হয় কিন্তু স্কেলের বাইরে যায় না। চোখ দুটো ভেজে কিন্তু কাজল গলে সারা গাল লেপ্টে দেয়না। এ কান্নার মধ্যে আমি আভিজাত্যের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। চন্দনা, সব কিছু মিলিয়ে

তুমি আমার কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছ। না-না তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই বিদেশে চাকরী করতে যাব না।

চন্দনা। পাগলামো কোরো না। তুমি তিন বছর ছিলে না, আমি দিন রাত একমনে শিল্পের সাধনা করে গেছি। তুমি এখানে থাকলে আমার শিল্প সাধনায় বাধার সৃষ্টি হবে।

সুশোভন॥ বাধার সৃষ্টি হবে না। বরং আমি তোমাকে আরো উৎসাহ দিতে পারব।

চন্দনা॥ আমি উৎসাহিত হতে পারব না সুশোভন, কারণ তুমি যেখানে উপস্থিত, সেখানে শিল্প আমার কাছে তুচ্ছ। কর্তব্যের খাতিরে তখন শিল্প-সাধনার চেয়ে দাম্পত্য সাধনায় আমাকে বেশী নজর দিতে হবে।

সুশোভন॥ বেশ, আমি বিদেশেই থাকব। কিন্তু খোকাকে তুমি হোস্টেল থেকে বাড়ী নিয়ে এসো।

চন্দনা॥ তা কি করে হয়? তুমি থাকবে ছ'শ মাইল দূরে, এ অবস্থায় ওকে আনা চলে না। তাছাড়া ছেলে বড় হয়েছে। এখানে নিয়ে এলে লোকে আমার বয়সটাও ধরে ফেলবে। তার চাইতে যেমন আছে তেমন থাক। আমি তো মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছি!

সুশোভন॥ খোকার ছবিটা একবার নিয়ে এসোতো দেখি।

চন্দনা॥ দাঁড়াও এ্যালবামটা নিয়ে আসছি।

[চন্দনা একটা এ্যালবাম নিয়ে আসে। তার মধ্যে থেকে একটা ছবি খুলে দেখায়]

সুশোভন ॥ দেখতে ঠিক তোমার মত হয়েছে।

[চন্দনা ছবি দেখে হাসে। বাইরে কলিংবেল বাজে। চন্দনা তাড়াতাড়ি ছবিখানা এ্যালবামে ঢুকিয়ে রেখে ঘরের কোন জিনিসের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তারপর দরজার কাছে এগিয়ে যায়। একজন সুদর্শন যুবক প্রবেশ করে। তার নাম অসীম]

অসীম ॥ কোথায় যাও তুমি? টেলিফোন করে করে বিরক্ত ধরে গেছে।

চন্দনা ॥ বস, বলছি। সুশোভন, হিটারে দু'কাপ চায়ের জল বসাওনা।

অসীম ॥ ওনাকে তো চিনতে পারলাম না?

চন্দনা ॥ আমার স্বামী, সুশোভন। বাইরে চাকরী করে।

অসীম ॥ ও,—আচ্ছা। নমস্কার।

সুশোভন ॥ নমস্কার। উনি কে চন্দনা?

চন্দনা ॥ অসীম অধিকারী। নতুন প্রডিউসার। আমাকে নায়িকা করে কয়েকটা ফিল্ম তুলবে।

সুশোভন ॥ খুব খুশী হলাম। আপনি বসুন, আমি চায়ের জল চাপিয়ে আসছি!

[সুশোভন ভেতরে যায়]

অসীম ॥ উঃ, কি কুৎসিত দেখতে লোকটা। ওর তুমি স্ত্রী—এ যেন বানরের গলায় মুক্তোর মালা!

চন্দনা ॥ তখন তো নিজের মতামতের মূল্য ছিল না। মা বাবার ইচ্ছেতেই সব কিছু হয়েছে।

অসীম ॥ এখন তো তোমার মতামতের মূল্য আছে। তবু এটাকে গলায় ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছ কেন ?

চন্দনা ॥ আস্তে কথা বল, শুনতে পাবে।

অসীম ॥ স্বামী দেবতা কতদিন থাকবে এখানে ?

চন্দনা ॥ একমাসের ছুটি নিয়ে এসেছে।

অসীম ॥ তোমার স্বামীকে দেখে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তুমি কতটা অসুখী।

চন্দনা ॥ ঠিক ধরেছ তুমি। আমার মনে এই এক অশান্তি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি অসীম, একথা তুমি কারো কাছে প্রকাশ করে দিওনা। সবাই যদি জেনে ফেলে লোকটা আমার স্বামী, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।

[বাইরে থেকে প্রবেশ করে মিলনবাবু। তার স্থূল চেহারা। হাতে বড় একটা মিষ্টির বাক্স। তার সঙ্গে ঢোকে একজন সহকারী। তার নাম বলোহরি। তার হাতে ক্যামেরা]

মিলন ॥ উইদাউট পারমিশনে ঢুকে পড়েছি। অপরাধ ক্ষমা করবেন!

চন্দনা ॥ বলুন কি দরকার ?

মিলন ॥ আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছেন না। বহুদিন আগের কথা, চেনা খুবই শক্ত। পরিচয় দিলেই বুঝতে পারবেন। আমার নাম মিলন সাহা। সাহা জুয়েলার্সের কথা মনে আছে আপনার ?

চন্দনা ॥ তাই বলুন। মনে থাকবেনা কেন? আপনারাইতো আমার গলায় লকেট ঝুলিয়ে ছবি তুলেছিলেন।

মিলন ॥ হ্যাঁ—সেই ছবি বিজ্ঞাপনে ছাপিয়ে যা সেল্ বেড়ে গিয়েছিল, কি আর বলব, ছোট মেয়ে থেকে শুরু করে ষাট বছরের বুড়ি পর্যন্ত সাহা জুয়েলার্সের গয়না না হলে চলত না। যাক, সেই সুদিনের কথা চিন্তা করে আর লাভ নেই।

চন্দনা ॥ এখন আপনার দোকানের বিক্রী কি আগের মত নেই?

মিলন ॥ আর বিক্রী! দোকান ডকে উঠে গেছে। সমস্ত সোনা গভর্নমেণ্টের ঘরে চলে গেছে।

[হঠাৎ মিলনের হিক্কা ওঠে। তার গলা দিয়ে হিক্ হিক্ শব্দ হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বলোহরিকে ডাকতে আরম্ভ করে। অসীম ও চন্দনা ব্যস্ত হয়]

মিলন ॥ বলোহরি—হিক্!

চন্দনা ॥ কি হলো?

মিলন ॥ বলোহরি—হিক্!

অসীম ॥ ভালকরে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিন।

চন্দন ॥ ডাক্তার ডাকব নাকি?

মিলন ॥ বলোহরি—হিক্!

বলোহরি ॥ ভয় নেই। এরকম মাঝে মাঝে হয়। এক্ষুণি সারিয়ে দিচ্ছি।

চন্দনা ॥ বলোহরি বলছেন কেন?

বলোহরি ॥ আমার নাম বলোহরি।

মিলন ॥ বলোহরি—হিক্ ।

বলোহরি ॥ বাবু এইতো আমি। এক্ষুণি সারিয়ে দিচ্ছি।

[বলোহরি পকেট থেকে স্বর্ণকারের একটা ছোট হাতুড়ী বার করে]

মিলন ॥ বলোহরি—হিক্ ।

[বলোহরি তার মাথায় হাতুড়ী দিয়ে ঠক করে আঘাত করে। মিলনের হিক্কা বন্ধ হয়ে যায়। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হেসে ফেলে]

গভরমেণ্ট সোনার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে এই এক রোগ ধরিয়ে দিয়ে গেছে। কি অশান্তি বলুন তো !

বলোহরি ॥ অশান্তি কেন বাবু ? হাতুড়ী আমি সঙ্গে করেই রেখেছি। হিক্কা উঠলেই ঠক্ করে মারব মাথায়। শালা হিক্কা পালাতে পথ পাবে না।

মিলন ॥ চুপ কর। নিজের মাথায় মেরে দেখ কেমন লাগে !

চন্দনা ॥ অদ্ভুত রোগ তো !

মিলন ॥ শুধু কি সোনার ব্যবসা উঠে যাবার জন্য এই রোগ ধরেছে ? দুজন কর্মচারী নাইট্রিক এ্যাসিড্ খেয়ে আমাকে শ্রীঘর পর্যন্ত ঘুরিয়ে এনেছে। বহু কারণে এই রোগের সৃষ্টি !

[সুশোভন প্রবেশ করে]

চন্দনা ॥ তাহলে তো আপনার খুব খারাপ অবস্থা চলছে !

মিলন ॥ (হেসে) তা চলছে না। সোনার দোকান বন্ধ হয়েছে, মিষ্টির দোকান খুলেছি। এই নিন মিষ্টির বাক্স। একটা মিষ্টি

আপনি কাউকে খাইয়ে দিন, আমি ছবি তুলে নিচ্ছি। আপনার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিলেই আবার আমার মিষ্টির দোকানে লাইন লেগে যাবে।

চন্দনা ॥ এবার কিন্তু আমাকে বেশী টাকা দিতে হবে।

মিলন ॥ কত দিতে হবে বলুন ?

চন্দনা ॥ ব্লেড কোম্পানী যা দিয়েছে, আপনিও তাই দেবেন।

মিলন ॥ ব্লেড কোম্পানীও আপনার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করেছে! এই শালাদের জন্যে তো বিজনেস্ করা যাবে না দেখছি! আচ্ছা ব্লেডের বিজ্ঞাপনে মেয়ের ছবি কোন কাজে লাগে, বলুন তো ?

চন্দনা ॥ আমার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন করার পরই নাকি সেই ব্লেড দিয়ে ব্যাটাছেলেরা বেশী করে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেছে।

মিলন ॥ ছ্যাঃ! দেশটাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিল! নিন্ এবার ছবিটা তুলে ফেলি।

চন্দনা ॥ কাকে মিষ্টি খাওয়ান যায় বলুন তো ?

মিলন ॥ আপনার অতি প্রিয়জনকে হাসি মুখে খাওয়ান। সেই ছবিই আমার কাজে লেগে যাবে।

চন্দনা ॥ অসীম, তোমাকেই খাওয়াই, কি বল ?

অসীম ॥ বেশ খাওয়াও।

[চন্দনা মিষ্টির বাক্স খোলে]

মিলন ॥ বলোহরি—

বলোহরি ॥ বাবু—

মিলন ॥ ক্যামেরা খোল্—ছবি তোল্।

[বলোহরি তাড়াতাড়ি ক্যামেরা উঁচু করে ধরে। চন্দনা হাসিমুখে অসীমকে খাওয়াতে যাবে এমন সময় সুশোভন সামনে এসে দাঁড়ায়]

সুশোভন ॥ (অসীমকে) আপনি উঠুন তো মশাই।

অসীম ॥ কেন ?

সুশোভন ॥ যা বলছি, শুনুন।

চন্দনা ॥ অসীমকে উঠতে বলছ কেন ?

সুশোভন ॥ আমিই তোমার অতি প্রিয়জন। আমাকেই তুমি মিষ্টি খাওয়াবে। কৈ—উঠুন।

[অসীম উঠে দাঁড়ায়। সুশোভন চেয়ারে বসে হাঁ করে থাকে। চন্দনা একটার পর একটা মিষ্টি সুশোভনের মুখে ঠুসে দিতে থাকে, তার দম বন্ধ হয়ে আসে। মুখ দিয়ে উ—উ— শব্দ বার হয়। বলোহরি ছবি তুলে নেয়]

অসীম ॥ (রসিকতা করে) কি হলো, সুশোভনবাবু ?

সুশোভন ॥ এতগুলো মিষ্টি........দম বন্ধ......

চন্দনা ॥ তুমি তো আমার অতি প্রিয়জন, তাই তোমাকে বেশী করেই মিষ্টি খাওয়ালাম। যাও ভেতরে গিয়ে জল খাও।

[সুশোভন খুশী হয়। বুকে ব্যথা অনুভব করায় হাত দিয়ে বুক টানতে টানতে ভেতরে যায়]

মিলন ॥ খুব ভাল ছবি এসেছে। একেবারে ন্যাচারাল এক্সপ্রেশন্। এবার বলুন, আপনাকে কতটাকা দিতে হবে ?

চন্দনা ॥ পাঁচশ !

[টাকার অংক শুনে মিলনের আবার হিক্কা ওঠে]

মিলন ॥ বলোহরি—হিক্ !

বলোহরি ॥ কিচ্ছু ভয় নেই বাবু, এক্ষুণি সারিয়ে দিচ্ছি।

[বলোহরি মাথায় হাতুড়ী মারে। হিক্কা বন্ধ হয়। মিলন টাকা বার করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আবার হিক্কা আরম্ভ হয়। বলোহরি হাতুড়ী নিয়ে মারবার চেষ্টা করে। মিলন হাতুড়ীর ভয়ে এদিক ওদিক মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে বাইরে বেরিয়ে যায়। বলোহরিও তার পেছন পেছন হাতুড়ী উঁচু করে চলে যায়। সুশোভন প্রবেশ করে]

সুশোভন ॥ চায়ের জল ফুটে গেছে।

চন্দনা ॥ সুশোভন, তুমি আমাদের জন্য বাইরে থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসো। (ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দেয়) এই নাও টাকা।

সুশোভন ॥ জামাটা গায় দিয়ে যাই।

চন্দনা ॥ থাক জামা গায়ে দিতে হবেনা। কাছেই তো দোকান।

[সুশোভন বেরিয়ে যায়]

চন্দনা ॥ অসীম, তুমি বস আমি চা নিয়ে আসছি।

[চন্দনা ভেতরে যায়। বাইরে থেকে পরিচালক চণ্ডীবাবু প্রবেশ করে]

অসীম ॥ আরে চণ্ডীবাবু যে—আসুন, আসুন। আপনাদের বই কবে নামছে ?

চণ্ডী ।। এতদিন নেমে যেত। চন্দনার জন্য আটকে রয়েছে।

অসীম ।। কেন ?

চণ্ডী ।। রোমান্টিক জায়গাগুলো ফেল করছে। তাই আজ ওর বাড়ীতেই এলাম ট্রেণিং দেব বলে। আছে না বেরিয়ে গেছে ?

অসীম ।। আছে। আসছে এক্ষুণি।

[চন্দনা দুকাপ চা নিয়ে প্রবেশ করে]

চন্দনা ।। গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি আপনি এসেছেন। এই নিন চা খান।

[চন্দনা দুজনকে চা দেয়]

চণ্ডী ।। তুমি এখন বাড়ী থাকবে তো ?

চন্দনা ।। কেন, বলুন তো ?

চণ্ডী ॥ রোমান্টিক জায়গাগুলো একটু দেখিয়ে দিতাম।

চন্দনা ।। আজ থাক।

চণ্ডী ।। দেখ চন্দনা, তোমার জন্য আমাদের শো দিনের পর দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি চাও, শো একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ?

চন্দনা ।। ঠিক আছে, আজ আপনার কাছ থেকে সবকিছু দেখেই নেব।

[সুশোভন খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে প্রবেশ করে]

খাবারগুলো তিনটে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এসো।

[সুশোভন ভেতরে যায়]

চণ্ডী ।। আমি তাহলে গাড়ী থেকে স্ক্রিপ্ট্ আর হাণ্ড ব্যাগটা নিয়ে আসি।

চন্দনা ॥ আপনি যাবেন কেন ? বসুন, ঐ লোকটাকে দিয়ে আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

[চন্দনা ভেতরে যায়]

চণ্ডী ॥ সত্যি কথা বলতে কি, জানেন অসীমবাবু, চন্দনার মত আরেকটি আর্টিস্ট আমার চোখে পড়ে না।

অসীম ॥ এই না বললেন, অভিনয় করতে পারছেনা বলে রোমান্টিক জায়গাগুলো দেখিয়ে দেবেন।

চণ্ডী ॥ দূর মশাই, আপনিও যেমন! অভিনয় দিয়ে ঘোড়ার ডিম হবে। আসলে আমি কতগুলো এ্যাপেলিং পোজ শিখিয়ে যাব। যাতে দর্শকের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে।

[সুশোভন ভেতর থেকে এসে বাইরে যায়]

আপনি সিনেমার প্রডিউসার হতে চান, অথচ কিছুই জানেন না দেখছি।

অসীম ॥ সবে তো আপনাদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছি।

চণ্ডী ॥ মিশুন, অনেক কিছু জানতে পারবেন।

[সুশোভন একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ও একটি স্ক্রিপ্ট হাতে প্রবেশ করে]

সুশোভন ॥ এটা কোথায় রাখব ?

চণ্ডী ॥ দাও আমার হাতে। আর দিদিমণিকে বলো তাড়াতাড়ি আসতে—

সুশোভন ॥ কি বললেন ?

[অসীম সব কিছু বুঝতে পেরে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে]

অসীম ॥ সুশোভনবাবু, আপনি আমাদের খাবারগুলো চন্দনাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন।

[সুশোভন স্ক্রিপ্ট এবং হ্যাণ্ডব্যাগ রেখে অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে ভেতরে চলে যায়]

চণ্ডী ॥ (চিন্তা করে) সুশোভনবাবু। তারমানে—

অসীম ॥ আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। ভদ্রঘরের ছেলে। অভাবের জন্য চন্দনার এখানে একমাসের জন্য কাজ নিয়েছে। বাইরে চাকরী পাবার কথা আছে। সেটা পেলেই চলে যাবে।

চণ্ডী ॥ দেশের কি অবস্থা কল্পনা করুন। সামান্য চাকরীর জন্য ভদ্রলোকের ছেলেগুলো কোথায় নেমে যাচ্ছে।

[চন্দনা দুহাতে দুটো খাবারের প্লেট নিয়ে প্রবেশ করে। তার পেছনে আরেকটি প্লেট নিয়ে প্রবেশ করে সুশোভন]

চন্দনা ॥ এই নিন চণ্ডীবাবু, এই নাও অসীম।

[চন্দনা দুজনকে খাবার দিয়ে সুশোভনের হাত থেকে প্লেট নিয়ে খেতে আরম্ভ করে]

চণ্ডী ॥ (খেতে খেতে) আপনি মনে কিছু করবেন না সুশোভনবাবু। আমি জানতাম না, ইউ আর কামিং ফ্রম এ রেসপেক্টবল ফ্যামেলি। ছোট কাজ করেন বলে দুঃখ করবেন না। লর্ড ক্লাইভও প্রথম জীবনে ক্লিনারের কাজ করতেন।

[সুশোভন চন্দনার মুখের দিকে তাকায়]

সুশোভন ॥ উনি এসব কি বলছেন, চন্দনা।

চন্দনা ॥ চণ্ডীবাবু রসিক লোক তো, তাই সব কিছুতেই ঠাট্টা। তোমার যদি খিদে পেয়ে থাকে ভেতরে গিয়ে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নাও।

[সুশোভন ভেতরে যায়]

চণ্ডী ॥ কি মুস্কিল হয়েছে বলুন তো, অসীমবাবু। আমার ছোট ভাইয়ের কাছে শুনি তাদের অফিসেও নাকি আই, এ; বি, এ পাশ করা পিওন আছে। বাবুরা নাকি তাদের আপনিও বলতে পারেনা, তুমিও বলতে পারেনা। করা হোক, দেওয়া হোক, বলা হোক, এইভাবে নাকি ইনডাইরেক্ট ওয়েতে কথা চলে। [সবাই হাসে]

অসীম ॥ চণ্ডীবাবু, চন্দনাকে ট্রেণিং-এর জন্য আপনার কতক্ষণ দরকার হবে ?

চণ্ডী ॥ কেন বলুন তো ?

অসীম ॥ আমি ততক্ষণ বাইরে থেকে একটা কাজ সেরে আসতাম।

চণ্ডী ॥ যান ঘুরে আসুন।

অসীম ॥ গাড়ীটা সার্ভিসিংএ পাঠিয়েছি। সেখান থেকে ডেলিভারী নিয়ে আসব।

চন্দনা ॥ তুমি বেশী দেরী করোনা অসীম।

[অসীম চলে যায়]

চণ্ডী ॥ এবার তাহলে আমাদের কাজ আরম্ভ করি।

চন্দনা ॥ হ্যাঁ—করুন।

চণ্ডী ॥ (পকেটে হাত দিয়ে) লোকটাকে একটু ডাকতো। এক প্যাকেট সিগারেট আনাব।

[চন্দনা সুশোভনকে ডাকে]

চন্দনা ॥ সুশোভন, সুশোভন—

[সুশোভন খেতে খেতে বেরিয়ে আসে]

একি, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি ?

সুশোভন ॥ না।

চন্দনা॥ শোন, হাতটা মুছে চণ্ডীবাবুর জন্য এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক সিগারেট নিয়ে এসো।

[সুশোভন নিজের গেঞ্জিতে হাত মুছে চন্দনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে যায়]

চণ্ডী ॥ চন্দনা, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। রিহার্সালে সবার সামনে সব কথা বলা যায় না।

চন্দনা ॥ কি কথা, বলুন ?

চণ্ডী ॥ তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আমার এই লাইনে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।

চন্দনা ॥ অভিজ্ঞতা না থাকলে থিয়েটার চালাতে পারতেন না কি ?

চণ্ডী ॥ দর্শক কি চায় আমি ভাল করেই জানি। সেইজন্য রোমান্টিক সীনে তোমাকে আরো বেশী সচেতন হতে হবে।

চন্দনা ॥ আরো ডেফথ্ আনতে হবে, এইতো ?

চণ্ডী ॥ ডেফথ্ দিয়ে কাঁচকলা হবে। আসলে আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছ না। উঠে দাঁড়াও—

[চন্দনা উঠে দাঁড়ায়]

চন্দনা ॥ বলুন ?

চণ্ডী ॥ ধর—আমি নায়ক, তুমি নায়িকা। তিন নম্বর সীনটার কথা চিন্তা করো। ঝোপের আড়ালে অল্প অন্ধকার। তুমি আত্র-পালির ড্রেস পরে এক-পা দু-পা করে অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসছ। তোমার প্রতিটি স্টেপে দর্শক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। তুমি এগোতে এগোতে যেই তোমার হৃৎপিণ্ড আর আমার হৃৎপিণ্ড কাছাকাছি এসে যাবে, ঠিক সেই টেন্স মোমেণ্টে লাইট নিভিয়ে দেওয়া হবে। ব্যস্, এইটুকু যদি পারফেক্টলি করতে পার, তাহলে দেখবে রিপিট দর্শকই আমাদের বই ঠেলে দু'শ নাইট চালিয়ে নেবে।

চন্দনা ॥ এমন একটা কি সীন, যার জন্য রিপিট দর্শক আসবে ?

চণ্ডী ॥ আসবে, আসবে। এই ভেবে আসবে যদি কোনদিন লাইট নিভতে একসেকেণ্ড দেরী হয়, তাহলে তাদের পরম আকাঙ্খা চরিতার্থ হবে। (গম্ভীর হয়ে) অনেক বাজে কথা বলে ফেললাম এখন কাজ করা যাক। তুমি ঠিক ঐভাবে আমার কাছে এগিয়ে এসো।

[চন্দনা চণ্ডীর কাছে এগিয়ে আসে। চণ্ডী তার কাঁধে হাত দিয়ে আরো কাছে টানতে থাকে]

আরো কাছে এসো প্রিয়ে—

[সুশোভন প্রবেশ করে]

সুশো ভন ॥ সিগারেট এনেছি।

চণ্ডী ॥ দেহমন এক করো…আলোছায়া ঘেরা এই কুঞ্জে—

[সুশোভন ঐ দৃশ্য দেখে চণ্ডীকে দুহাতে জাপ্টে ধরে, চন্দনার কাছ থেকে সরাতে চেষ্টা করে]

সুশোভন ॥ ছাড়ো—ছাড়ো বলছি।

চন্দনা ॥ কি করছ সুশোভন? চণ্ডীবাবুকে ছেড়ে দাও।

সুশোভন ॥ না—ছাড়বনা। বদমাইসী করবার জায়গা পাওনি। মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব!

চন্দনা ॥ আঃ কি করছ?

সুশোভন ॥ অবলা মেয়েছেলেদের ওপর অত্যাচার। গলা টিপে মেরে ফেলে দেব।

চন্দনা ॥ ছিছি সুশোভন, ছেড়ে দাও। আমার কথা শোন।

সুশোভন ॥ (গলা চড়িয়ে) কি শুনব? এসব কি হচ্ছে আমি জান্‌তে চাই।

চন্দনা ॥ তুমি বুঝতে পারছনা? আমি সাধনা করছি। উনি আমাকে হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন।

সুশোভন ॥ সাধনা! তাই বল।

[চণ্ডীকে ছেড়ে দেয়। চণ্ডী হাঁপ ছেড়ে বাঁচে]

আমি ভাবলাম, ঘরে লোক নেই জন নেই, দু'জনের এ কি অসভ্যতা হচ্ছে। আপনার সিগারেট নিন্।

চণ্ড ॥ দিল সব মুড নষ্ট করে! দিন্।

চন্দনা ॥ আপনি আবার আরম্ভ করুন চণ্ডীবাবু। সুশোভন, তুমি ভেতরে যাও।

সুশোভন ॥ না—আমি বসে বসে তোমার সাধনা দেখব।

চণ্ডী ॥ চন্দনা, আজ আর কোন কাজ হবে না। আমি বাড়ী যাই।

সুশোভন ॥ তাই যান। ওরকম সাধনা, আমিও ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারব।

চণ্ডী ॥ মাত্রা ছাড়িয়ে যেওনা। চাকর চাকরের মত কথা বলবে।

সুশোভন ॥ চাকর! কে চাকর?

চন্দনা ॥ চণ্ডীবাবু, আজ আপনি বাড়ী যান।

চণ্ডী ॥ তাই যাচ্ছি। দয়া করে কাল আমার বাড়ীতে এসো।

চন্দনা ॥ এখানেইতো ভাল। আবার আপনার বাড়ী কেন?

চণ্ডী ॥ আমার স্ত্রী বাপের বাড়ী গেছে।

[চণ্ডী হন্ হন্ করে চলে যায়]

সুশোভন ॥ ভদ্রলোক আমাকে ওকথা বললেন কেন? তুমি কি আমাকে চাকর বলে পরিচয় দিয়েছ নাকি?

চন্দনা ॥ তুমি কি আমাকে এত ছোট ভাব! চণ্ডীবাবু রেগে গিয়ে ওকথা বলেছেন।

সুশোভন ॥ কে ভদ্রলোক?

চন্দনা ॥ আমার অভিনয়ের গুরু। ওনার জন্যেই আমি আজ এত উন্নতি করতে পেরেছি।

সুশোভন ॥ একথা আমি জানব কি করে! ঠিক আছে, কাল আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসব।

[অত্যাধুনিক সাজে একটি মেয়ে প্রবেশ করে। তার নাম পাপিয়া]

পাপিয়া ॥ হ্যালো, চন্দনা—

চন্দনা ॥ পাপিয়া, এসো এসো।

পাপিয়া ॥ আমাকে দেখে আশ্চর্য হচ্ছ, তাই না?

চন্দনা ॥ আশ্চর্য হব কেন? সুশোভন চা নিয়ে এসো।

পাপিয়া ॥ সুশোভন! হাউ সুইট নেম্। কে দিয়েছে ভাই এই নাম?

সুশোভন ॥ আমার মা।

পাপিয়া ॥ তোমার মা নিশ্চয়ই আপ্‌টুডেট্ গার্ল ছিল। না হলে এই নাম জানবে কি করে। সু—শো—ভ—ন্—নাইস্!

সুশোভন ॥ দেখুন, আমি ভদ্রলোকের ছেলে। দয়া করে ওভাবে কথা বলবেন না।

পাপিয়া ॥ হোয়াট এ ফুল্ ইউ আর! তোমাকে তো কোন ইনসাল্ট করিনি।

চন্দনা ॥ চুপ কর পাপিয়া।

পাপিয়া ॥ ননসেন্স!

সুশোভন ॥ লম্বা লম্বা কথা বলছেন, কে আপনি?

পাপিয়া ॥ আমি কে শুনলে তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে। আমার একটু দয়া পাবার জন্য তোমাকে হাজার লোকের পেছনে লাইন দিতে হবে।

সুশোভন ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন!

চন্দনা ॥ আঃ, চুপ কর না তোমরা।

পাপিয়া ॥ ইডিয়েট! ইউ স্তুড বি পানিশড্!

সুশোভন ॥ (তেড়ে যায়) কি বললেন ?

পাপিয়া ॥ (গলা চড়িয়ে) গো, গেট্ হট্ টি ফর মি!

সুশোভন ॥ গোইং—

[সুশোভন রাগে ভেতরে যায়]

পাপিয়া ॥ আগের লোকটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছ কেন চন্দনা। কত পোলাইট ছিল।

চন্দনা ॥ দেশে গেছে।

পাপিয়া ॥ ইউ আর লাকি! একজন যেতে না যেতেই আরেকজনকে পেয়ে গেছ। আমাদের বাড়ীতে লোক থাকে না বলে, একজন এ্যাস্ট্রোলজার আমাকে স্টোন ইউজ করতে বলেছিল। তার কথা মত আমি আংটিতে ইওলো স্যাফায়ার বসিয়ে নিয়েছিলাম। ওয়াণ্ডারফুল রেজাল্ট! মনের মত লোক পেয়েছি। রান্না থেকে শুরু করে আমার ড্রেস চেঞ্জ পর্যন্ত করিয়ে দেয়।

চন্দনা ॥ তুমি বোস পাপিয়া, আমি ভেতর থেকে আসছি। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে।

পাপিয়া ॥ তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

চন্দনা ॥ বল।

পাপিয়া ॥ অসীম কোথায় ?

চন্দনা ॥ এ প্রশ্ন আমাকে কেন ?

পাপিয়া ।। কেন করছি, তুমি ভাল করেই জান। তোমার জন্যেই অসীম আমার বাড়ীর রাস্তা ভুলে গেছে।

চন্দনা ।। ভুল করছ পাপিয়া, তার জন্য আমি দায়ী নই।

পাপিয়া ।। তুমিই দায়ী। তোমার সঙ্গে অসীমের যতদিন পরিচয় ছিল না, ততদিন অসীম আমার জন্য পাগল ছিল। দামী দামী প্রেজেনটেশান দিত, গাড়ী করে হাওয়া খাওয়াত। আজ সে আমার একটা খোঁজও নেয় না।

চন্দনা ।। বোকার মত কথা বোলো না। অসীম বড়লোকের ছেলে। তোমার কাছে যেমন সে আকর্ষণীয়, আমার কাছেও তেমনি। স্বার্থপরের মত তুমি একা তাকে আগলে রাখবে, আর আমি দেখে দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলব, এ হতে পারে না।

পাপিয়া ।। কিন্তু অসীমকে এই পথে আমিই এনেছি। আগে সে ভালবাসার স্বাদ জানত না। আমিই তাকে হাতে ধরে ধরে ভালবাসতে শিখিয়েছি।

চন্দনা ।। তার জন্য বাহাদুরী নেবার কিছু নেই। ছেলেদের পাকাবার দায়িত্ব মেয়েদেরই। তুমি তাকে সব কিছু শিখিয়ে মেয়ের ধর্মই পালন করেছ।

[সুশোভন চা নিয়ে প্রবেশ করে]

পাপিয়া ।। তোমার কাছে আমি উপদেশ শুনতে আসিনি। আমি জানি তুমি এমন একটা কিছু মেয়ে নও যার জন্য অসীম আমাকে ভুলে যেতে পারে। তুমি কতগুলো ফল্‌স চার্ম সৃষ্টি করে ওকে ধরে রেখেছ।

চন্দনা ॥ হ্যাঁ—তাই করেছি।

পাপিয়া ॥ (উত্তেজিত হয়ে) কেন করেছ ?

চন্দনা ॥ আমি তাকে ভালবাসি।

[সুশোভনের হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায়। দু'জনে ফিরে তাকায়]

পাপিয়া ॥ কি হলো, সুশোভন ?

সুশোভন ॥ চায়ের কাপ পড়ে গেল।

চন্দনা ॥ যাও, আবার চা নিয়ে এসো।

সুশোভন ॥ চন্দনা, তুমি একটু আগে ভদ্রমহিলাকে কি বললে ?

চন্দনা ॥ ভয় পেয়ে গেছ বুঝি ? আমি পাপিয়ার সঙ্গে নাটকের ডায়লগ বলছিলাম।

সুশোভন ॥ নাটকের নাম কি ?

চন্দনা ॥ পতি পরম দেবতা।

সুশোভন ॥ সুন্দর ডায়লগতো। এই নাটক কবে হবে ?

চন্দনা ॥ দু'মাস পরে হবে।

সুশোভন ॥ ঈশ্—এক মাস পরে আমাকে চলে যেতে হবে। ভাল নাটকটাই আমার দেখার সৌভাগ্য হবে না।

[সুশোভন চলে যায়]

পাপিয়া ॥ লোকটার সঙ্গে তোমার রিলেশন আছে মনে হচ্ছে !

চন্দনা ॥ হ্যাঁ।

পাপিয়া ॥ কে ?

চন্দনা ॥ আমার কেপ্ট !

পাপিয়া ॥ তার মানে ?

চন্দনা ॥ আমার দুঃসময়ে ওর আশ্রয়ে ছিলাম। তাই আমার সুসময়ে মাঝে মাঝে আমার আশ্রয়ে থাকে।

পাপিয়া ॥ একজন সাধারণ লোকের জন্য তুমি এতটা করতে পার, অথচ অকৃতজ্ঞের মত আমার কাছ থেকে অসীমকে ছিনিয়ে নিতে চাইছ কেন ? অসীমকে হারালে সোসাইটির কাছে আমি ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে যাব। আমার এত রূপচর্চা, ফিগার মেইনটেনিং সাধনা সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি পরিষ্কার জানতে চাই তুমি অসীমকে মুক্তি দেবে কিনা ?

চন্দনা ॥ না।

[বাইরে কলিং বেল বাজে। চন্দনা দরজার কাছে এগিয়ে যায়। শান্তনু প্রবেশ করে। চন্দনা অভ্যর্থনা জানায়]

আসুন, আসুন। এতদিনে সময় হলো আপনার।

শান্তনু ॥ আমি জানি আপনি খুব রেগে গেছেন। কিন্তু কি করব বলুন! স্পেশাল ইস্যু বের হতে মাত্র দশ দিন বাকী। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কাজের চাপ।

পাপিয়া ॥ আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

শান্তনু ॥ আমাকে ? রাস্তাঘাটে দেখতে পারেন।

পাপিয়া ॥ রাস্তাঘাটের লোককে আমি ইমপরটেন্সই দিই না। আপনি কি হোটেল সাহারায় মাঝে মাঝে যান ?

শান্তনু ॥ যাই বৈকি! ইন্টারভিউ নেবার জন্য সপ্তাহে দু' তিনবার যেতে হয়।

পাপিয়া ॥ ইন্টারভিউ!

চন্দনা ॥ উনি রঙ্গ জগতের এডিটর শান্তনু বিশ্বাস।

পাপিয়া ॥ তাই বলুন। থ্যাংক ইউ চন্দনা। তোমার এখানে না এলে শান্তনুবাবুর সঙ্গে পরিচয় হতো না।

শান্তনু ॥ আপনার পরিচয় কিন্তু এখনও পেলাম না।

চন্দনা ॥ পাপিয়া সেন। সোসাইটিতে কীলার নামে বিখ্যাত!

পাপিয়া ॥ হাউ নটি গার্ল ইউ আর, চন্দনা। আমাকে তুমি ঠাট্টা করতে পার। কিন্তু ভুলে যেওনা, কীলার মডার্ন সোসাইটির সম্মান। তার সঙ্গে আমার তুলনা করলে প্রকারান্তরে সেই মহিয়সীকেই ছোট করা হয়।

চন্দনা ॥ শান্তনুবাবু, আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে। [চন্দনা ভেতরে যায়]

পাপিয়া ॥ শান্তনুবাবু, আপনি হোটেল সাহারায় কিসের ইন্টারভিউ নিতে যান?

শান্তনু ॥ ফরেন থেকে যেসব মেয়ে ক্যাবারে নাচতে আসে, তাদের জীবনী আমাদের কাগজে প্রকাশ করি। সেই জন্য হোটেলে গিয়ে ওদের সঙ্গে আমাকে মিট করতে হয়।

পাপিয়া ॥ ওদের ছবি নিশ্চয়ই আপনাদের কাগজে বড় করে ছাপেন?

শান্তনু ॥ তা ছাপি। কারণ সেল-ও তারজন্য কিছু বেশি পাই।

পাপিয়া ॥ এ-দেশের মেয়েদের ছবি ছাপেন না ?

শান্তনু ॥ ছাপি বৈকি। এ্যাট্রাকটিভ ফিগার এবং চার্মিং পোজের ছবি পেলে নিশ্চয়ই ছাপি।

পাপিয়া ॥ আমার ছবি চলবে ?

শান্তনু ॥ উঠে দাঁড়ান দেখি।

[পাপিয়া উঠে দাঁড়িয়ে নানারকম পোজ দেখায়]

পাপিয়া ॥ পছন্দ হয় ?

শান্তনু ॥ পছন্দ হয়। তবে আমি আপনার ফুল ফিগার না ছেপে পার্ট বাই পার্ট ছাপাতে পারি।

পাপিয়া ॥ সে আবার কি রকম ছবি ?

শান্তনু ॥ প্রথমে আমি আপনার গলা থেকে কোমর অব্দি একটা ছবি ছাপব। তাতে ক্যাপশান দেব 'জীবন ও যৌবন'।

পাপিয়া ॥ সে কি, ছবিতে আমার মুখ না থাকলে সবাই কি করে বুঝবে—পাপিয়া সেন ?

শান্তনু ॥ শুনুন, তারপর ছাপব আপনার পা দু'খানার ছবি। ক্যাপশান দেব—পদস্খলন বাই পাপিয়া সেন। —কিছুই বুঝতে পারলেন না তো ?

পাপিয়া ॥ না।

শান্তনু ॥ কাল দুপুরে আমাদের পত্রিকা অফিসে যাবেন। দু'একখানা ছবি দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

পাপিয়া ॥ কোন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে কিনা দেখছি। (ডাইরী

খুলে) সকাল ছ'টা থেকে আটটা, কিউরেটর ফ্লাওয়ার গার্ডেন ! নটা থেকে এগারটা, ন্যাভাল অফিসার, মিস্টার উইসমুল্লার, সাংহাই শিপ। একটা থেকে দুটো, ডক্টর নন্দা, ফিমেল স্পেশালিষ্ট। আপনার ওখানে তিনটে নাগাদ যেতে পারি।

[চন্দনা সুশোভনকে সঙ্গে করে প্রবেশ করে। সুশোভনের হাতে দু'কাপ চা। সুশোভন দুজনকে চা দেয়]

চন্দনা ॥ আমার একটু দেরী হয়ে গেল। শাড়ীটা পাল্টে এলাম।

শান্তনু ॥ ওঃ, ওয়াণ্ডারফুল! ঠিক মনে হচ্ছে মর্তের উর্বসী।

চন্দনা ॥ থ্যাংক ইউ।

পাপিয়া ॥ কাল দুপুরে আপনার অফিসে একখানা শাড়ী পরে যাব। দেখবেন ওর চাইতেও আমাকে অনেক বেশি ভাল লাগবে।

শান্তনু ॥ চন্দনা দেবী, এত সাজ-সজ্জা কার জন্য? কে সেই ভাগ্যবান?

[চন্দনা কিছু বলতে গিয়ে সুশোভনকে দেখে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর সুশোভনকে বলে]

চন্দনা ॥ সুশোভন, যে শাড়ীটা ছাড়লাম, ওটা ইস্তিরী করে রাখো।

[সুশোভন ভেতরে যায়। চন্দনা হেসে শান্তনুকে বলে]

অসীমের সঙ্গে বেরোবার কথা আছে।

পাপিয়া ॥ (গম্ভীর হয়ে) অসীমের সঙ্গে তুমি কোথায় যাবে?

চন্দনা ॥ আমি বলতে বাধ্য নই।

পাপিয়া ॥ তাহলে অসীমকে তুমি রেহাই দেবে না?

চন্দনা ॥ না—না—না! হয়েছে?

[পাপিয়া উঠে দাঁড়ায়]

পাপিয়া ॥ (দাঁতে দাঁত ঘষে) আচ্ছা ব্যবস্থা করছি। ইউ—আনগ্রেটফুল, ট্রেচারাস, চীট! আই স্পিট অন্ ইওর মাউথ—থুঃ—বাই বাই শান্তনুবাবু—

[পাপিয়া হন্ হন্ করে চলে যায়]

শান্তনু ॥ ব্যাপারটা কি হলো?

চন্দনা ॥ কিছু না।

শান্তনু ॥ আমাকে আসতে বলেছিলেন কেন?

চন্দনা ॥ সামনের ইস্যুর কভারে আমার ছবি দিচ্ছেন তো?

শান্তনু ॥ মুস্কিল হয়েছে কি জানেন, মৈত্রেয়ী দেবী খুব ধরেছেন, তার ছবি ছাপবার জন্য।

চন্দনা ॥ বুঝেছি, মৈত্রেয়ী আজকাল আপনার খুব প্রিয় হয়ে গেছে।

শান্তনু ॥ প্রিয় এমনিতে হয় না। কাজ দিয়ে মানুষের কাছে মানুষ প্রিয় হয়। যখন আপনি প্রথম অভিনয় করতে আরম্ভ করেন, তখন আমার কাগজেই আপনার সব চাইতে বেশি পাবলিসিটি দিয়েছি, ছবি ছেপেছি। আর আজ আমি কেন কমিয়ে দিয়েছি, আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন। এক তরফা কেউ কাউকে খুশী করতে পারে না।

চন্দনা ॥ (হেসে) শান্তনুবাবু, আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ।

শান্তনু ॥ কেন বলুন তো?

চন্দনা ॥ আপনি এখনও আমার ওপর অভিমান করে আছেন। কাজের চাপের জন্য আপনার খোঁজ নিতে পারিনা বলে কি এরকম রাগ করে থাকতে আছে?

[চন্দনা শান্তনুর হাত ধরে]

শান্তনু ॥ (খুশী হয়ে) এই তো, দিলেন তো আমার মন মজিয়ে। কি যে দুর্বলতা আছে আপনার ওপর, কিছুতেই রাগ করে থাকতে পারি না।

[চন্দনা শান্তনুর আরো কাছে এগিয়ে যায়]

চন্দনা ॥ আপনিতো বোঝেন, আমি কুমারী মেয়ে। আপনার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে অন্যান্য সংবাদিকরা হিংসে করে আমার নামে বদনাম রটিয়ে দেবে। তাতে আমার প্রফেশনে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। সেটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।

শান্তনু ॥ (আবেগে) কি বলব চন্দনা, আমার আট-দশটা ছেলে-মেয়ে আছে। নাহলে তোমাকে আমি বিয়ে করে ফেলতাম।

চন্দনা ॥ (ধরা গলায়) যা করতে পারবেন না, তা বলে শুধু শুধু কেন আমাকে লোভ দেখান।

শান্তনু ॥ তোমার জন্য আমি বৌটাকে বাড়া থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু অতগুলো কুকুরের বাচ্চাকে আমি কোথায় রাখব!

চন্দনা ॥ আর ওভাবে আশার আলো দেখিয়ে নিরাশ করে দেবেন না। কান্নায় আমার বুক ফেটে আসছে।

শান্তনু ॥ থাক, থাক, কেঁদো না।

চন্দনা ॥ আপনার কাছে যে দাবী করতে পারি, অন্য সাংবাদিকের কাছে তা করতে পারি না। তাই আপনি যত রাগই করুন বারবার আপনার কাছেই ছবি ছাপার অনুরোধ জানাই—

[কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

শান্তনু ॥ এই দেখ, কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে!

[চন্দনা চোখ মোছে, সুশোভন প্রবেশ করে]

চন্দনা ॥ আমাকে কথা দিন, এবারকার কভারে আমার প্রোফাইল ছবিটা ছাপবেন।

শান্তনু ॥ (হেসে) বেশ কথা দিচ্ছি। কিন্তু বিয়ে না হলেও আমাদের যে মধুর সম্পর্ক ছিল, সেটা তুমি ভেঙ্গে দিও না।

সুশোভন ॥ কিসের সম্পর্ক ?

চন্দনা ॥ তুমি কাজ ফেলে এখানে এসেছ কেন ? শাড়ী ইস্তিরী হয়ে গেছে ?

সুশোভন ॥ হ্যাঁ।

চন্দনা ॥ আমার স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো নিয়ে এসো, আমি একটু বেরোব।

সুশোভন ॥ তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

চন্দনা ॥ জুতো জোড়া নিয়ে এসো, তারপর শুনছি।

[সুশোভন ভেতরে যায়]

শান্তনু ॥ আমি তাহলে যাই—

চন্দনা ॥ আসুন।

[শান্তনু চলে যায়। ভেতর থেকে জুতো হাতে বেরিয়ে আসে সুশোভন]

সুশোভন ॥ এই যে তোমার জুতো। পায়ে পরিয়ে দেব ?

চন্দনা ॥ থাক। তখন কি জিজ্ঞেস করছিলে ?

সুশোভন ॥ ভদ্রলোক তোমাকে কিসের সম্পর্কের কথা বলছিলেন ?

চন্দনা ॥ আমি জানতাম তুমি চালাক। কিন্তু দেখছি তোমার মত বোকা একটিও নেই। এই সমস্ত লোকগুলোকে তো জানোনা, ওদের হাতে প্রচণ্ড ক্ষমতা। ওদের দিয়ে কিছু করাতে হলে মিথ্যে অনেক অভিনয়ই করতে হয়।

সুশোভন ॥ এখন তোমার অনেক নাম হয়েছে। ওদের দিয়ে কিছু না করালেই বা তোমার কি এসে যায়।

চন্দনা ॥ নাম করা যত সোজা, নাম রাখা তার চাইতে অনেক বেশি কঠিন। ওরা কলমের খোঁচায় ভালকে খারাপ, খারাপকে ভাল করে দিতে পারে। সামান্য একটু খাতিরেই যদি সুনাম থেকে যায় ক্ষতি কি !

সুশোভন ॥ সত্যি কথা বলতে কি জান, ঐ সব কথা শুনলে আমার গায়ের মধ্যে কি রকম কচ্ কচ্ করে বেঁধে।

চন্দনা ॥ সুশোভন, একটা কথা মনে রেখো, আমাদের অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে হয়েছে। অন্য কিছু ভেবে তার অমর্য্যাদা কোরো না।

সুশোভন ॥ ছি ছি, অন্য কিছু ভাবব কেন ?

[অসীম প্রবেশ করে। সঙ্গে তার বন্ধু দীপ্তেন্দু]

অসীম ॥ চন্দনা, কাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি দেখ !

চন্দনা ॥ ওমা— দীপ্তেন্দুবাবু যে—কোথায় ছিলেন এতদিন ?

দীপ্তেন্দু ॥ ব্যবসার কাজে দিল্লী গিয়েছিলাম।

চন্দনা ॥ বসুন। চা না কফি ?

দীপ্তেন্দু ॥ কোনটাই না।

অসাম ॥ আজ দীপ্তেন্দুর একটা দারুণ খবর আছে। দীপ্তেন্দূ একমাসে চল্লিশ হাজার টাকা প্রফিট করেছে।

চন্দনা ॥ তাই নাকি ?

সুশোভন ॥ (অবাক হয়ে) চল্লিশ হাজার ! খুব ভাল, খুব ভাল !

চন্দনা ॥ সুশোভন, তুমি একটা কাজ করো।

সুশোভন ॥ কি কাজ ?

চন্দনা ॥ (ভেবে কিছু না পেয়ে) ভেতরে গিয়ে যাহোক একটা কিছু করো।

সুশোভন ॥ ফুলের টবগুলোতে জল দিই ?

চন্দনা ॥ দাও।

[সুশোভন খুশীমনে কোমড়ে তোয়ালে পেঁচিয়ে চলে যায়]

অসীম ॥ আর একটা ইণ্টারেস্টিং খবরও আছে। দীপ্তেন্দুর বাবা ওর জন্য একটা সুন্দরী মেয়ে দেখতে বলেছে।

চন্দনা ॥ তবে আর দেরী কেন ? কাউকে মনে মনে ঠিক করা—?

দীপ্তেন্দু ॥ না, সেই সৌভাগ্য এখনও হয়নি।

অসীম॥ দীপ্তেন্দু, তুই চন্দনার সঙ্গে গল্প কর। আমি দোকান থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসছি।

চন্দনা॥ কি জিনিস ?

অসীম॥ আগেই বলব না। একেবারে সারপ্রাইজ্ দেব।

[অসীম চলে যায়]

চন্দনা॥ একটা কথা বলব ?

দীপ্তেন্দু॥ কি ?

চন্দনা॥ আপনি এত লাজুক কেন ?

দীপ্তেন্দু॥ আগে ছিলাম। এখনতো অনেক কাটিয়ে উঠেছি।

চন্দনা॥ আপনাকে দেখে আমার অবাক লাগে। আপনি এত এ্যাট্রাকটিভ্ ছেলে, অথচ এখন পর্যন্ত কারো সঙ্গে এনগেজ্মেন্ট করতে পারেন নি। সম্বন্ধ করে বিয়ে করার যুগ এখনও আছে নাকি ?

দীপ্তেন্দু॥ সবাই তো সব কিছু পারে না।

চন্দনা॥ আপনি যখন আমাদের সংস্পর্শে এসেছেন, আপনাকে আমরা সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। বিয়ে করলেই তো সব কিছু ফুরিয়ে গেল। বিয়ের আগেই তো যত চার্ম। চট্ করে বিয়েটা করে ফেলবেন না।

দীপ্তেন্দু॥ আপনারা কবে বিয়ে করছেন ?

চন্দনা॥ আমার ইচ্ছে কিছুদিন পরে। কারণ অভিনেত্রার বিয়ে হয়ে গেলে ডিমাণ্ড কিছুটা কমে যায়।

[বাইরে কলিং বেল বাজে! চন্দনা বাইরে যায় এবং পরমুহূর্তে ভেতরে আসে]

দীপ্তেন্দুবাবু, আপনি একটু ভেতরে যান! এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। তার সঙ্গে কথা সেরে ভেতরে যাচ্ছি।

[দীপ্তেন্দু ইতস্তত করতে থাকে]

দীপ্তেন্দু॥ ভেতরে····মানে—

চন্দন॥ আচ্ছা চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে আসছি।

[চন্দনা দীপ্তেন্দুকে নিয়ে ভেতরে যায়। এবং পরমুহূর্তে বেরিয়ে এসে বাইরের দিকে মুখ করে ডাকে]

বিল্টুবাবু, আসুন।

[বিল্টু প্রবেশ করে]

বিল্টু॥ চন্দনা, আমি এসেছি। আমি যে-কথা বলে গিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে কিছু ভাবলে ?

চন্দনা ॥ এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন ?

বিল্টু॥ আমার মত যদি তোমার অবস্থা হতো, তাহলে বুঝতে পারতে। দিনরাত তোমার কথা ভাবতে ভাবতে চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোব, তার আর উপায় নেই। স্বপ্নে তুমি এসে আমার হাত ধরে এমন হেঁচকা টান মার যে, প্রায় দিনই খাট থেকে পড়ে গিয়ে আমার হাত পায়ের ছাল ছড়ে যায়।

চন্দনা॥ আপনাকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার সিকিউরিটি কি বলতে পারেন ?

বিল্টু ॥ তোমার সিকিউরিটি মানে ?

চন্দনা ॥ বিয়ের কিছুদিন পরে আমাকে যদি আপনার ভাল না-লাগে ? আপনি যদি আমাকে তাড়িয়ে দেন, তখন আমার কি অবস্থা হবে ?

বিল্ট ॥ কি আশ্চর্য, আমি তোমাকে তাড়াতে যাবো কেন ?

চন্দনা ॥ বেশ, ধরে নিলাম আপনি আমাকে তাড়াবেন না। কিন্তু আপনার যা শরীরের অবস্থা, বেশিদিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না।

বিল্টু ॥ (চমকে) এ্যাঁ !

চন্দনা ॥ চমকাবেন না। আপনার মৃত্যুর পর আপনার ভাইবোনেরা সেই বাড়ীতে অমোকে স্থান না-ও দিতে পারে।

বিল্টু ॥ এই দেখ, আমার বিয়ে না হতেই তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছ কেন ?

চন্দনা ॥ কামনা করছি না। তবে যা ঘটবে তাই বলছি।

বিল্টু ॥ তুমি যদি চাও এখুনি ভাইবোনগুলোকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারি।

চন্দনা ॥ এতে লোকে নিন্দে করবে। তার চাইতে বাড়ীখানাই আমার নামে লিখে দিন না ?

বিল্টু । এ আর বেশি কথা কি বললে ! তোমার জন্য আমার গর্ভধারিণীকে পার্সেল করে দিলাম, আর সামান্য বাড়ী তোমার নামে লিখে দিতে পারব না ? তুমি নিশ্চিন্তে থাক, ও-বাড়ী তোমার

[কলিং বেল বেজে ওঠে]

চন্দনা ॥ জ্বালাতন ! কাজের সময় যত ঝামেলা। বিয়ের দিনটা এখুনি ঠিক করে নেব ভাবলাম। বিল্টুবাবু, আপনি ভেতরে যান। আমি দেখছি কে এলো! শুভদিন আজকেই আমাদের ঠিক করে ফেলতে হবে।

বিল্টু ॥ (খুসি হয়ে) একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ !

[বিল্টু ভেতরে যায়। চন্দনা বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। একটি বারো তেরো বছরের ছেলে সুটকেস্ হাতে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে—তার নাম ধীরাজ]

চন্দনা ॥ কি চাই ?

ধীরাজ ॥ আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

চন্দনা ॥ কি দরকার ?

ধীরাজ ॥ আমি মফঃস্বল থেকে আসছি। আমার নাম ধীরাজ। অভিনয় করার আমার খুব সখ। আপনার অনেক ছবি আমি কাগজে দেখি। আপনি যদি দয়া করে আপনার সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ দেন—

চন্দনা ॥ বয়স কত ?

ধীরাজ ॥ তেরো।

চন্দনা ॥ পড়াশুনা করো না ?

ধীরাজ ॥ ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছি। ফেল করে আর পড়ি না।

চন্দনা ॥ আমার সঙ্গে কি ধরনের পার্ট করতে চাও ?

ধীরাজ ॥ হিরোর পার্ট করতে চাই।

[চন্দনা ভ্রু কুঁচকে দেখে]

চন্দনা ॥ বস।

[ধীরাজ ভরসা পেয়ে বসে]

আপনি আমাকে দয়া করে চান্স দেবেন ?

চন্দনা ॥ তুমি যে অভিনয় করতে চাও, তোমার মা-বাবার মত আছে ?

ধীরাজ ॥ আমি মামাবাড়ীতে থাকি। ওরা কেউ জানে না।

চন্দনা ॥ পালিয়ে এসেঁছ কেন ? বাড়ীতে থেকেই তো অভিনয় করতে পারতে !

ধীরাজ ॥ ওখানে তো আপনাকে পাব না।

চন্দনা ॥ আমার সঙ্গে পার্ট করার ইচ্ছে কেন ?

ধীরাজ ॥ আপনার ছবিগুলো আমার খুব ভাল লাগে। আপনার কত ছবি কেটে কেটে আমার খাতার পাতায় লাগিয়ে রেখেছি। আমাদের স্কুলের দেয়ালে কতজায়গায় লিখে রেখেছি, চন্দনা প্লাস ধীরাজ।

চন্দনা ॥ আমাকে তো তোমার খুব পছন্দ দেখতে পাচ্ছি।

ধীরাজ ॥ আপনি কি সুন্দর পোজ দিয়ে ছবি তোলেন, কি সুন্দর তাকান, কি সুন্দর ছোট ছোট পোষাক পরেন। আপনি আমার দিদির মত। ছোট ভাই মনে করে আপনার সঙ্গে হিরোর পার্ট করতে চান্স দিন। সত্যি বলছি—আমি পার্ট করতে পারব।

চন্দনা ॥ কিন্তু হিরোর পার্ট করতে হলে অনেক টাকা খরচ করতে হয়।

ধীরাজ। কত টাকা ?

চন্দনা ॥ তা ধর, পাঁচ'শ টাকা তো লাগবেই।

ধীরাজ ॥ আমি বাড়ী থেকে মামীমার গয়না নিয়ে এসেছি। ওগুলো বিক্রী করে অনেক টাকা দিতে পারব।

চন্দনা ॥ দেখি গয়নাগুলো।

[ধীরাজ স্যুটকেস্ খুলে গয়না দেখায়]

ধীরাজ ॥ এই দেখুন।

[চন্দনার চক্ষু স্থির হয়ে যায়। হঠাৎ ভেতরে বিল্টু এবং সুশোভনের ঝগড়া শোনা যায়]

চন্দনা ॥ ধীরাজ, তুমি স্যুটকেস্ নিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়।

ধীরাজ ॥ কেন ?

চন্দনা ॥ সবাই জেনে ফেলবে, তুমি গয়না নিয়ে পালিয়ে এসেছ। যাও, তাড়াতাড়ি—

[ধীরাজ ভয়ে স্যুটকেস্ নিয়ে খাটের নীচে যায়। ভেতর থেকে মারমুখি হয়ে প্রবেশ করে বিল্টু এবং সুশোভন। সুশোভনের চুলগুলো এলোমেলো এবং মাথার ওপর অনেকগুলো ফুলের পাপড়ী। বিল্টুর সারা মাথা, গা জলে ভিজে চপ্ চপ্ করছে]

সুশোভন ॥ পাগলামী করার জায়গা পাওনি। ইয়ার্কী মারতে এসেছ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে !

বিল্টু॥ আমি পাগল না তুমি পাগল? একমাস পরে তোমাকে রাঁচীতে পাঠান হবে, সে খবর রাখ?

সুশোভন॥ বদ্ধ পাগল না হলে কেউ একজনের বিবাহিত স্ত্রীকে বিয়ে করতে চায়!

চন্দনা॥ কি হয়েছে সুশোভন?

সুশোভন॥ আরে ফুলগাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার মাথায় দিচ্ছে আর বলছে প্রজাপতয়ে নমঃ।

বিল্টু॥ তুমিও আমার মাথায় ফুল দিলেই পারতে। এক বালতি জল কেন আমার মাথায় ঢাললে?

সুশোভন॥ ঢাললাম তোমার পাগলামী বন্ধ করার জন্য।

চন্দনা॥ চুপ করো সুশোভন।

সুশোভন॥ কেন এই পাগল-ছাগলগুলোকে বাড়ীর মধ্যে ঢোকাও?

বিল্টু॥ চন্দনা, এই উন্মাদ তোমার বাড়ী থেকে কবে নামবে বলতো?

[সুশোভন এগিয়ে যায়]

সুশোভন॥ এই, পিটিয়ে তোমার পাগলামী ছুটিয়ে দেব বলছি।

বিল্টু॥ চন্দনা তুমি আমাকে বাঁচাও। কামড়ে দিলে আমিও-পাগল হয়ে যাব।

[সুশোভন বিল্টুকে দু'হাতে ধরবার চেষ্টা করে। বিল্টু সুশোভনের হাতের নীচ দিয়ে মাথা গলিয়ে অন্য দিকে সরে যায়। দু-একবার এই রকম করতে করতে সুশোভন চেঁচিয়ে ওঠে]

সুশোভন ॥ চন্দনা, একটা দড়ি নিয়ে এসো। ওকে বেঁধে ফেলি।

বিল্টু ॥ খবরদার চন্দনা, তুমি যেওনা। ওর চোখ দু'টো দেখে বুঝতে পারছি, ঠিক কামড়াবে। কামড়ালে আমার বিয়ে করা হবে না।

[চন্দনা এতক্ষণ দুজনকে দেখছিল এবং মাঝে মাঝে হাতের ইশারায় খাটের নীচে ধীরাজকে শান্ত করছিল। এবার সে দুজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়]

চন্দনা ॥ তোমরা দুজনেই পাগল হয়েছ দেখছি।

সুশোভন ॥ এখনও হইনি। তবে এরকম লোক বাড়ীতে ঢোকালে আমি কেন, তুমিও পাগল হবে।

বিল্টু ॥ চন্দনা, তুমি যে বললে একমাস পরে রাঁচীতে পাঠাবে, এখনই তো এর মাথা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। একমাস পরে তো পরার কাপড় মাথায় জড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে।

সুশোভন ॥ (তেড়ে যায়) চোপ্!

বিল্টু ॥ (চীৎকার করে) কামড়ালো—কামড়ালো—

[ধীরাজ খাটের নীচ থেকে কেঁদে ওঠে]

ধীরাজ ॥ আমার ভয় করছে—আমার ভয় করছে—

[চন্দনা দৌড়ে গিয়ে ধীরাজকে আড়াল করে দাঁড়ায়। ধীরাজ খাটের নীচ থেকে চন্দনার পা ধরে টানতে থাকে। চন্দনা পা ছাড়িয়ে ইশারায় শান্ত হতে বলে। সুশোভন ও বিল্টু দুজন দুজনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ভাবটা যেন সুযোগ পেলেই একজন আরেকজনকে আক্রমণ করবে। চন্দনা এগিয়ে গিয়ে সুশোভনকে সরিয়ে দেয়।]

চন্দনা॥ সুশোভন, তুমি ভেতরে যাও, আমি ওকে শান্ত করছি।

সুশোভন॥ দেখ চেষ্টা করে, আমি তো পারলাম না। যত সব ঝঞ্ঝাট এসে কপালে জোটে।

[সুশোভন মাথার ফুলগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভেতরে যায়]

বিল্টু॥ বাব্বাঃ, বাঁচা গেল!

চন্দনা॥ আপনি ওর গায়ে ফুল দিতে গেলেন কেন?

বিল্টু॥ আমি কি জানি ছাই, এতটা মাথা খারাপ হয়েছে! যাই হোক এবার বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেল।

চন্দনা॥ যেদিন বাড়ীখানা আমার নামে লিখে দেবেন, তার সাত দিন পরেই।

বিল্টু॥ বেশ তাই কথা রইল।

চন্দনা॥ এখন আপনি যান। ভিজে গায়ে অসুখ করবে।

বিল্টু॥ একেই বলে স্বামীর ওপর অধিকার-বোধ। স্ত্রী মানেই শাসনও করবে শোষণও করবে। তাহলে যাই—

[বিল্টু খুশীমনে চলে যায়। চন্দনা চাপা গলায় ধীরাজকে ডাকে]

চন্দনা॥ বেরিয়ে এসো।

[ধীরাজ খাটের নীচে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে]

কাঁদছ কেন?

ধীরাজ॥ পাগল চলে গেছে? আমার ভীষণ ভয় করছে।

চন্দনা॥ চুপ! কিচ্ছু ভয় নেই। চোখ মোছ।

[ধীরাজ চন্দনার শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মোছে]

তুমি এতগুলো গয়না নিয়ে রাস্তায় বেরোলেই পুলিশ ধরবে। তার চাইতে গয়নাগুলো আমার কাছে দিয়ে যাও।

ধীরাজ ॥ (সুটকেস্ দেয়) নিন।

চন্দনা ॥ আজ রাত্রি হয়েছে। তুমি বরং কাল সকালে এসো।

ধীরাজ ॥ আমি কিন্তু কাল সকালে উঠেই চলে আসব।

চন্দনা ॥ আস্তে কথা বল। রাত্রে থাকবে কোথায় ?

ধীরাজ ॥ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকব।

চন্দনা ॥ আচ্ছা যাও। কাউকে বলো না, গয়নার বাক্স আমার কাছে রেখে গেছ।

ধীরাজ ॥ কাউকে বলব না। আপনাকে একটা প্রণাম করে যাই।

[ধীরাজ চন্দনাকে প্রণাম করে]

আমি যাচ্ছি।

চন্দনা ॥ এসো।

[ধীরাজ চলে যায়। ভেতর থেকে দীপ্তেন্দু বেরিয়ে আসে]

দীপ্তেন্দু ॥ মাপ করবেন চন্দনা দেবী, আমি একা একা আর বসে থাকতে পারছি না।

চন্দনা ॥ (চমকে) হট্টগোলের সময় কোথায় ছিলেন ?

দীপ্তেন্দু ॥ আলমারীর পেছনে লুকিয়ে ছিলাম। কি ব্যাপার বলুন তো ?

চন্দনা ॥ আপনাকে তখন বললাম না, পাগলের পাল্লায় পড়েছি !

দীপ্তেন্দু ॥ আপনার হাতে সুটকেস্ কেন ?

চন্দনা ॥ (থতমত খেয়ে) ইয়ে....মানে একটা বাচ্ছা ছেলে আমাকে প্রেজেনটেশান দিয়ে গেল।

[বাইরে থেকে চন্দনার ভৃত্য হাবু প্রবেশ করে। তার বগলে একটা ছোট বিছানা। বয়স সাতাশ আটাশ। পোষাক পরিচ্ছদে চাকচিক্য দেখা যায়]

চন্দনা ॥ কিরে হাবু, তুই এরই মধ্যে চলে এলি ?

হাবু ॥ দেশে মন টিকলো না।

চন্দনা ॥ বাড়ী যাবার জন্য তো পাগল হয়ে গিয়েছিলি।

হাবু ॥ শহরে থাকতে থাকতে এমন মেজাজ হয়ে গেছে, এখন আর দেশ-গাঁ ভাল লাগে না। ইলেকট্রিক বাতি নেই, গাড়ী ঘোড়ার শব্দ নেই, সিনেমা নেই। এখন কি আর ও-সব ছাড়া ভাল লাগে !

চন্দনা ॥ যা ভেতরে গিয়ে কিছু মুখে দিয়ে নে।

হাবু ॥ যাই। দিদিমণি, আমি ক'দিন ছিলাম না, আপনার খুব অসুবিধে হয়েছে তো ?

চন্দনা ॥ তা হয়েছে।

হাবু ॥ হবেই—

চন্দনা ॥ হাবু, এই সুটকেস্‌টা আমার প্রেজেণ্টেশানের আলমারার মধ্যে রেখে দে।

[হাবু সুটকেস নিয়ে চিৎকার করে গান করতে করতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়]

আচ্ছা দীপ্তেন্দু বাবু, আপনি কি ধরনের মেয়ে পছন্দ করেন ?

দীপ্তেন্দু॥ ঠিক যে ধরনের মেয়ে পছন্দ, সে মেয়ে আমার কপালে জুটবে না।

চন্দনা।। ধরনটা শুনি ?

দীপ্তেন্দু॥ (চন্দনার দিকে তাকিয়ে) আমি ঠিক—

চন্দনা।। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলুন—

দীপ্তেন্দু।। আমি ঠিক—

[বাইরে থেকে অসীম প্রবেশ করে। তার হাতে কতগুলো শাড়ীর বাক্স]

অসীম।। চন্দনা, দেখ তোমার জন্য কি এনেছি!

চন্দনা।। একি কাণ্ড করেছ, অসীম! আমার জন্য এত শাড়ী কিনেছ কেন ? (চন্দনা কয়েকটা বাক্স খুলে দেখে)

অসীম।। বললাম তো, সারপ্রাইজ দেব।

[সুশোভন প্রবেশ করে]

চন্দনা।। কি সুন্দর শাড়ী! এ তোমার ভারী অন্যায়। তুমি সব সময় আমাকে দেবে, আমি তোমাকে কিছু দিতে পারব না। আমিও তোমাকে কিছু দেব। বল কি চাও ?

সুশোভন।। অসীমবাবুকে আবার কি দেবে ? ওনার তো প্রচুর জিনিস আছে। আমার জামা ছিঁড়ে গেছে; তুমি বরং আমাকে একটা হাফসার্ট কিনে দিও।

চন্দনা।। (গম্ভীর হয়ে) সুশোভন, সব সময় সব কথার মধ্যে থাকতে নেই। ভেতরে যাও—

সুশোভন ॥ এমন কি কথা হচ্ছে যে, আমি থাকলে দোষ হবে।

চন্দনা ॥ তর্ক কোরো না। আমি তোমাকে পরে বুঝিয়ে দেব।

সুশোভন ॥ আর বোঝাতে হবে না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, কোন একটা ব্যাপার আছে, যার জন্যে সব সময় তুমি আমাকে ভেতরে পাঠাতে চাও।

চন্দনা ॥ ছি ছি সুশোভন, চুপ কর। বাইরের লোকের সামনে এরকম করলে আমার সম্মান নষ্ট হয়, বোঝ না?

সুশোভন ॥ হ্যাঁ—বুঝি। কিন্তু তুমিই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছ।

অসীম ॥ চন্দনা, আমি দীপ্তেন্দুকে লিস্ট্ দিয়ে এক্ষুণি আসছি। তুমি রেডি হয়ে থেকো। চল্ দীপ্তেন্দু—

[অসীম ও দীপ্তেন্দু চলে যায়]

চন্দনা ॥ সুশোভন, তুমি কি চাও, আমার পাঁচ হাজার টাকার কনট্রাক্ট ক্যানসেল হয়ে যায়।

সুশোভন ॥ ও কথা কেন বলছ?

চন্দনা ॥ আমি তোমাকে কেন ভেতরে যেতে বলছিলাম, তুমি বুঝতে পারলে না! আমি চেয়েছিলাম বাড়ী বসেই অসীমের কাছ থেকে কনট্রাক্ট আদায় করে নেব। কিন্তু তুমি এমন কাণ্ড করলে, হয় তো কনট্রাক্টটাই অন্য অভিনেত্রীর হাতে চলে যাবে।

সুশোভন ॥ আমি কি করে বুঝব, তুমি সেজন্য আমাকে ভেতরে যেতে বলেছিলে।

চন্দনা ॥ আমি তো তোমাকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করছি, আমি

যা করি, যা বলি, শুধু অর্থ রোজগারের জন্য। তুমি কি চাওনা আমাদের অর্থের স্বচ্ছলতা ফিরে আসুক।

সুশোভন॥ নিশ্চয়ই চাই।

চন্দনা॥ তবে তুমি সব কিছুতেই অন্য কিছু ভেবে বসে থাক কেন? তুমি দেখে নিও, আমরা কত বড়লোক হয়ে যাই। আমাদের, বাড়ী হবে, গাড়ী হবে, আরো কত কি।

সুশোভন॥ আমি এতটা ভেবে দেখিনি। তুমি বড়লোক হলে আমারই লাভ। চাকরা না করেও তোমার রোজগারে বসে বসে খেতে পারব। তাতে আমার সন্মান আরো বেড়ে যাবে। সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

চন্দনা॥ আমি জানি তুমি সব কিছু না বুঝে কর। আমি বলছিলাম কি—তুমি থাকলেই যখন আমার বাধার স্থষ্টি হয়, সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল।

সুশোভন॥ বেশ, আমি কাল সকালের গাড়ীতেই চলে যাব।

চন্দনা॥ তুমি খুব ভাল সুশোভন। তুমি এত সহজভাবে নেবে আমি কল্পনাও করিনি। আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে—

সুশোভন॥ আমারও আনন্দ হচ্ছে ভবিষ্যত কল্পনা করে—অন্ধকার-

চন্দনা॥ অন্ধকার কেন বলছ?

সুশোভন॥ অন্ধকার কেটে যাবে সেই কথা ভাবছি। আমি যাই জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে ফেলি।

[সুশোভন ভেতরে যায়। চন্দনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভেতর থেকে হাবু বেরিয়ে আসে]

হাবু ॥ দিদিমণি, আপনি কি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চান ?

চন্দনা ॥ তোকে তাড়াব কি জন্যে ?

হাবু ॥ তা নয় তো কি, কদিনের জন্য বাড়ী গেছি, অমনি একটা লোক রেখে দিয়েছেন !

চন্দনা ॥ সুশোভনের কথা বলছিস ! ওকে আমি কাল সকালেই চলে যেতে বলেছি।

হাবু ॥ না গেলে আমি ঠেঙিয়ে বার করে দেব।

চন্দনা ॥ ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করোনা।

হাবু ॥ না পুজো করব। আজ রাত্তিরে কিচ্ছু খেতে দেব না। পেট শুকোলেই পালাতে পথ পাবেনা।

[ভেতর থেকে সুশোভন বেরিয়ে আসে]

সুশোভন ॥ চন্দনা, হাবু কি তোমার এখানে কাজ করে নাকি ?

হাবু ॥ করিইতো কাজ। আমিই পারমানেণ্ট চাকর। এই পোস্টে যে নাক গলাতে আসবে তার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

সুশোভন ॥ তোমার কোন ভয় নেই। তুমি যদি ভাল করে কাজ করো, কেউ নাক গলাতে আসবেনা।

হাবু ॥ ভাল কথা অনেক শুনেছি। আর্টিষ্টের বাড়ীতে অত সহজে চাকরী নেওয়া যায় না। অনেক বাড়ীর লাথি গুঁতো খেয়ে তারপর এখানে আসতে হয়।

সুশোভন ॥ বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। এই রকম স্পিরিটই চাই।

হাবু ॥ তোর মুণ্ডু চাই। ভালোয় ভালোয় কাল এখান থেকে চলে যাবি—

চন্দনা ॥ কাকে কি বলছিস ?

হাবু ॥ কাকে আবার, পাজি নচ্ছারকে !

চন্দনা ॥ (ধমক দেয়) চুপ কর ! সুশোভন আমার স্বামী।

[হাবু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। চন্দনা তাড়াতাড়ি ভেতরে যায়। সুশোভন গর্ববোধ করে হেলতে দুলতে হাবুর সামনে এগিয়ে আসে]

সুশোভন ॥ হাবু—

হাবু ॥ বাবু—

সুশোভন ॥ এবার বুঝতে পারছ আমি কে ? আমার কত সম্মান। আমি যেখানে চাকরী করি সবাই আমাকে কি রকম খাতির করে জান ? কথায় কথায় বলে আপনি বিখ্যাত অভিনেত্রীর স্বামী। আপনাকে অফিসের কোন কাজ করতে হবে না। (হাবু একটু সময় চুপ করে থেকে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে) হাসছ কেন ?

হাবু ॥ (জোরে হেসে) দাঁড়ান, আরেকটু হেসে নিই।

সুশোভন ॥ ব্যাপারটা কি ?

হাবু ॥ আপনি দিদিমণির স্বামী, তাহলেতো আপনি আমার জামাই-বাবু।

সুশোভন ॥ (খুশী হয়ে) তা বলতে পার।

হাবু ॥ কত নম্বর ?

সুশোভন ॥ তারমানে ?

বাবু ॥ আপনি কোন টিকিট পাননি ?

সুশোভন ॥ না তো!

[হাবু আবার জোরে হেসে ওঠে। বাইরে কলিংবেল বাজে]

হাবু ॥ কে?

[বাইরে থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"আমি"]

আমি পালাই। রাজামশাই এসেছেন!

সুশোভন ॥ কে রাজামশাই? তুমি পালাচ্ছ কেন?

হাবু ॥ খবরদার, দিদিমণি বাড়ী আছেন, একথা বলবেন না।

[হাবু দৌড়ে ভেতরে যায়। এক সৌখীন বৃদ্ধ প্রবেশ করে। তার নাম রাজা নরনারায়ণ]

নরনারায়ণ ॥ (গম্ভীর গলায়) চন্দনা কোথায়?

সুশোভন ॥ বেরিয়েছে।

নরনারায়ণ ॥ (গলা চড়িয়ে) কোথায় গেছে জানতে চাই।

সুশোভন ॥ আস্তে কথা বলুন।

নরনারায়ণ ॥ আমার পরিচয় শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমি আস্তে কথা বলতে পারিনা।

সুশোভন ॥ কে আপনি?

নরনারায়ণ ॥ লক্কর স্টেটের মালিক রাজা নরনারায়ণ।

সুশোভন ॥ বসুন।

[নরনারায়ণ বসে]

চন্দনার কাছে কি দরকার ? অভিনয়ের ব্যাপারে এসেছেন কি ?

নরনারায়ণ ॥ অভিনয় ! রাজা নরনারায়ণ আসবে অভিনয়ের ব্যাপারে ! না এতটা নীচু প্রবৃত্তি আমার নেই !

শুশোভন ॥ অভিনয়কে আপনি নীচু প্রবৃত্তি বলছেন ! কতবড় গুণ, কতবড় কলা—

নরনারায়ণ ॥ যতবড় কলাই হোক, রাজা মহারাজার কাছে সেটা কাঁচকলা !

শুশোভন ॥ আপনার কথা শুনে আমার খুব আশ্চর্য্য লাগছে !

নরনারায়ণ ॥ রাজামহারাজার কথা সাধারণ লোকের কাছে আশ্চর্য্যই মনে হয়। কিন্তু রাজ-পরিবারের ট্র্যাডিশান মানে বোঝেন ? সরকার সম্পত্তি অধিকার করে নিয়েছে। মাসে মাসে কয়েক লক্ষ টাকা মাত্র ভাতা দেয়। কিন্তু তাই দিয়েই আমাকে ট্র্যাডিশান বজায় রাখতে হয়।

সুশোভন ॥ আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনা।

নরনারায়ণ ॥ যারা অজ্ঞ হয়, তাদের বোঝান খুবই শক্ত।

সুশোভন ॥ আপনি অজ্ঞ কাকে বলছেন ?

নরনারায়ণ ॥ চুপ ! রাজা যখন কথা বলে তার মধ্যখানে কথা বললে রাজ-মর্য্যাদার অবমাননা করা হয়। আমার পিতা প্রপিতামহের ইতিহাস জানেন ?

সুশোভন ॥ না।

নরনারায়ণ ॥ একসঙ্গে পঞ্চাশজন বাঈজী পুষে রাখতেন। বাঈজীর গুণের জন্য নয়, তাদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করার জন্য।

সুশোভন ॥ চন্দনার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন সেটা জানতে পারলে খুশী হব।

নরনারায়ণ ॥ চন্দনাকে বহুদিন থেকে আমার ওখানে যেতে বলছি, তবু সে যাচ্ছেনা কেন ?

সুশোভন ॥ আপনার ওখানে চন্দনা কি করতে যাবে ?

নরনারায়ণ ॥ নিশ্চয়ই যাবে। কারণ আমি তাকে মাসে ছ'শ টাকা করে দেব বলে মনস্থ করেছি।

সুশোভন ॥ ছ'শ টাকা! কি জন্যে এতগুলো করে টাকা দেবেন ?

নরনারায়ণ ॥ ঐ যে বললাম ট্র্যাডিশান। আমার পিতা যে জন্য বাঈজীকে ছ'হাজার টাকা দিতেন, ঠিক একই কারণে আমি চন্দনার জন্য মাসে ছ'শ টাকা খরচ করতে চাই।

[সুশোভন তেড়ে ওঠে]

সুশোভন ॥ স্কাউনড্রেল! বেরোও এখান থেকে।

নরনারায়ণ ॥ কি বললে, রাজা নরনারায়ণ স্কাউনড্রেল!

সুশোভন ॥ চরিত্রহীন লম্পট কোথাকার।

নরনারায়ণ ॥ (উত্তেজিত হয়ে) এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার! রাজাকে লম্পট বলতে সাহস করলে! যদিও রাজদণ্ড আমার হাতে নেই, তবুও তোমাকে রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা করলাম।

সুশোভন ॥ দাঁড়াও, তোমার রাজাগিরি বার করছি।

[সুশোভন এগিয়ে যায়]

নরনারায়ণ ॥ (উচ্চকণ্ঠে) খবরদার! রাজা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মল্লযুদ্ধ করে যাবে।

[সুশোভন আরো রেগে একটা চেয়ার তুলে মারতে যায়]

সুশোভন ॥ মাথা আজ ভাঙব, তবে ছাড়ব।

নরনারায়ণ ॥ (ভয়ে) পরাজয় স্বীকার করলাম—পরাজয় স্বীকার করলাম। তুমি বীর, এবার পরাজিতকে সসম্মানে এখান থেকে যেতে আজ্ঞা দাও।

[সুশোভন চেয়ার নামিয়ে রাখে]

নরনারায়ণ ॥ কি বলব, আজ যদি আমার হাতে শাসনতন্ত্র থাকত তাহলে প্রজাদের সামনে তোমাকে শূলে চড়াতাম!

সুশোভন ॥ তবেরে—

[সুশোভন তেড়ে যায়। নরনারায়ণ দৌড়ে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়। সুশোভন উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে]

বাড়ীটা একেবারে চিড়িয়াখানা হয়ে গেছে!

[বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে অসীম]

অসীম ॥ চন্দনা কোথায়?

সুশোভন ॥ ভেতরে।

অসীম ॥ তাড়াতাড়ি ডাকুন, ভীষণ বিপদ!

সুশোভন ॥ কিসের বিপদ?

অসীম ॥ আপনি বুঝতে পারবেন না শিগগির পাঠিয়ে দিন।

[সুশোভন যন্ত্র চালিতের মত ভেতরে যায়। অসীম অস্থির ভাবে বাইরের দিকে তাকাতে থাকে। চন্দনা ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসে]

চন্দনা ॥ কি হয়েছে, অসীম ?

অসীম ॥ সর্বনাশ হয়েছে। পাপিয়া অনেকক্ষণ থেকে ট্যাক্সি নিয়ে আমার গাড়ীর পেছনে ফলো করে আসছে। এক্ষুণি এসে হাজির হবে। আমাকে শিগগির কোথাও লুকোবার ব্যবস্থা করে দাও।

চন্দনা ॥ ভেতরের ঘরে সুবিধে হবেনা। সুশোভন রয়েছে! তুমি বরং খাটের নীচে যাও!

অসীম ॥ আচ্ছা খাটের নীচেই যাচ্ছি। তুমি যা হোক করে ম্যানেজ করো।

[অসীম খাটের নীচে চলে যায়। রণমূর্তি নিয়ে প্রবেশ করে পাপিয়া]

পাপিয়া ॥ অসীম কোথায় ?

চন্দনা ॥ জানিনা।

পাপিয়া ॥ সে এইমাত্র বাড়ীতে ঢুকেছে। আমি তাকে আসতে দেখেছি। কোথায় লুকিয়ে আছে বল ?

চন্দনা ॥ বললাম তো জানিনা।

পাপিয়া ॥ নিশ্চয়ই ভেতরে গেছে।

চন্দনা ॥ সন্দেহ হয়, গিয়ে দেখে এসোনা।

পাপিয়া ॥ তাই যাচ্ছি।

[পাপিয়া হন্ হন্ করে ভেতরে যায়। চন্দনা চাপা গলায় অসীমকে ডাকে]

চন্দনা ॥ বেরিয়ে এসো। এই সুযোগে এখান থেকে চলে যাও।

[অসীম খাটের নীচে থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরের দিকে যেতে থাকে। হঠাৎ ভেতর থেকে পাপিয়ার কণ্ঠ শোনা যায়—দাঁড়াও ! অসীম নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে যায়। ভেতর থেকে প্রবেশ করে পাপিয়া।]

পাপিয়া॥ মনে করেছ, তোমরাই চালাক। আমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলাম। অসীম, আমার ট্যাক্সি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে চলো।

অসীম॥ (আমতা আমতা করে) আমার তো গাড়াই আছে। ট্যাক্সীতে যাবার কি দরকার? তার চাইতে আমার গাড়ীতেই চলো।

পাপিয়া॥ বেশ, তাই চলো।

চন্দনা॥ খবরদার অসীম, তুমি পাপিয়ার সঙ্গে যাবেনা বলে দিচ্ছি।

[সুশোভনকে দেখা যায় ভেতরের দিকের দরজার সামনে দাঁড়ান। তাকে কেউ দেখতে পায় না]

পাপিয়া॥ কেন যাবে না? তুমি ওর কে?

চন্দনা॥ আমি কে তুমি ভাল করেই জান।

পাপিয়া॥ (অসীমের হাত ধরে) চলে এসো অসীম।

চন্দনা॥ (আরেক হাত ধরে টানে) কিছুতেই যাবে না অসীম।

পাপিয়া॥ নিশ্চয়ই যাবে। তুমি কি জানতেনা, আমি অসীমকে অনেক আগে থেকেই ভালবাসি?

চন্দনা॥ জানতাম। কিন্তু তাকে পাবার অধিকার আমারই বেশী।

পাপিয়া ॥ কোন অধিকার তোমার থাকতে পারেনা। আমাকে কথা দিয়েছে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে।

চন্দনা ॥ শুধু কথা দিয়েছে! আর আমার সঙ্গে যে অসীমের বহুদিন থেকেই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হয়ে গেছে!

[সুশোভন চোখ বড় বড় করে তাকায়]

পাপিয়া ॥ অসীম, ডার্লিং....তুমি বল কার?

চন্দনা ॥ বেশ, অসীম নিজে মুখেই বলুক, সে কার।

অসীম ॥ আচ্ছা—আচ্ছা—তোমরা দুজনে হাত ছাড় আমি বলছি।

[দুজনে হাত ছেড়ে দেয়]

পাপিয়া ॥ অসীম, ভুলে যেওনা—আই লাভ ইউ ফ্রম দি কোর অফ মাই হার্ট।

চন্দনা ॥ অসীম, তুমি আমাকে বলেছিলে—ইউ লাভ মি ফ্রম দি সোল অফ ইওর হার্ট।

পাপিয়া ॥ আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ অসীম, আমি মোষ্ট এ্যাটট্রাকটিভ গার্ল অফ দি সিটি।

চন্দনা ॥ ভুলে যেওনা অসীম, আমি প্যারাগন্ অফ বিউটি!

পাপিয়া ॥ তুমি আমার, তাই না?

চন্দনা ॥ না—না—আমার!

অসীম ॥ তোমরা দুজনে চোখ বোজ। আমি যার হাত ধরব, আমি তার।

[চন্দনা ও পাপিয়া চোখ বোজে]

খবরদার কেউ চোখ খুলবেনা কিন্তু।

[অসীম পা টি'পে টি'পে বাইরে চলে যায়]

পাপিয়া ॥ (চোখ বুজে শূন্যে হাতরাতে থাকে) অসীম প্লিজ, আমার হাত ধর।

চন্দনা ॥ (একইভাবে) আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি অসীম। শুধু একটিবার স্পর্শ দাও।

[সুশোভন এগিয়ে এসে চন্দনার হাত ধরে। চন্দনা চোখ বন্ধ অবস্থায় সুশোভনকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে]

থ্যাংক ইউ অসীম !

[পাপিয়া চোখ মেলে তাকায়। চন্দনাও চোখ খুলে সুশোভনকে দেখে থতমত খেয়ে যায়]

তুমি ! অসীম কোথায় ?

সুশোভন ॥ বাইরে চলে গেছে।

[চন্দনা ও পাপিয়া দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে বাইরের দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করে। দুজনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে আসে। পাপিয়া চন্দনার গালে চড় মারে। চন্দনাও পাপিয়ার গালে চড় মারে। তারপর দুজনেই 'অসীম—অসীম' বলে ডাকতে ডাকতে ঝড়ের বেগে বাইরে চলে যায়। হতভম্ব হয়ে সুশোভন সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় অংক

[সেই ঘর। বিয়ের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বসবার জন্য ঘরটিকে সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে। ভেতরের ঘর থেকে রেকর্ড প্লেয়ারে পাশ্চাত্য সঙ্গীত ভেসে আসে। তার সঙ্গে বহুলোকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অর্থাৎ নানা রকম আওয়াজ থেকে মনে হবে, ভেতরের ঘরে কোন অনুষ্ঠান চলছে। পর্দা খুললে দেখা যায় হাবু রজনীগন্ধার তোড়া বানিয়ে চলেছে। অন্যদিকে চন্দনা বিশেষ সাজে টেলিফোন ধরে হাসছে]

চন্দনা॥ (রিসিভার ধরে)……হাসছি আপনার কথা শুনে। না, বেশি কিছু করতে পারিনি, সামান্য কিছু ব্যবস্থা করেছি। না—না আপনি ভয় পাবেন না। আজ বিয়েটা হয়ে যাক, পরে হোটেল সাহারায় নিশ্চয়ই বড় পার্টি দেব। কিছু শুনতে পাচ্ছেন না? কি করব বলুন, ভেতরের ঘরে লোকজনের ভীষণ হৈ চৈ চলছে। দেরী হলেও একবার নিশ্চয়ই আসবেন। হ্যাঁ—অসীম ভেতরে রয়েছে, আচ্ছা—

[চন্দনা টেলিফোন ছেড়ে দেয়। হাবু ভেতরে যায়। বাইরে থেকে মিলন ও বলোহরি প্রবেশ করে। বলোহরির এক কাঁধে একটা বড় ঝুড়ি, অন্য কাঁধে ঝোলান থলে]

চন্দনা ॥ আরে মিলনবাবু যে, আসুন, আসুন। এত দেরী করলেন কেন? নিমন্ত্রিত লোকজন সব এসে গেছে। মিষ্টি এনেছেন?

মিলন ॥ (হেসে) মিষ্টি দিয়ে কি হবে? যা জিনিস এনেছি—

চন্দনা ॥ সে কি মিষ্টি আনেন নি? ঝুড়ির মধ্যে কি এনেছেন?

মিলন। বলোহরি—

বলোহরি ॥ বাবু—

মিলন ॥ নামা।

[বলোহরি ঝুড়ি নামায়]

এবারও কিন্তু আপনার একটা ছবি তুলব।

চন্দনা ॥ আবার ছবি কেন?

মিলন ॥ আগেই তো বলেছি, আপনার ছবি এমন পয় যে বিজ্ঞাপন দিলেই দোকানে হু হু করে বিক্রী বেড়ে যায়। কি বলব আপনাকে, মাত্র একটা বিজ্ঞাপন করেছিলাম—ব্যস্ তাতেই সবার মুখে এক কথা, সাহা জুয়েলার্সের পানতুয়া খাব। খেতোও সবাই মরণ খাওয়া।

চন্দনা ॥ আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনা। তবে কি আপনি সত্যি সত্যি মিষ্টি আনেন্ নি?

মিলন ॥ আর মিষ্টি; বাজার থেকে ছানা উঠে গিয়ে আমাকে ছাগল ছানা বানিয়ে দিয়ে গেছে।

[মিলনের হিক্কা ওঠে]

বলোহরি—হিক্।

বলোহরি ॥ কিছছু ভয় নেই বাবু, এক্ষুণি সারিয়ে দিচ্ছি।

মিলন ॥ বলোহরি—হিক্।

চন্দনা ॥ বলোহরিবাবু, আপনি তাড়াতাড়ি হাতুড়ি বার করুন।

বলোহরি ॥ এবার স্বর্ণকারের ছোট হাতুড়ি দিয়ে হবে না। কয়লা ভাঙ্গা হাতুড়ি চাই।

[বলোহরি ঝোলার মধ্য থেকে বড় হাতুড়ি বার করে মিলনের মাথার ওপর উঁচু করে ধরে। মিলনের হিক্কা বন্ধ হয়ে যায়]

মিলন ॥ (ভয়ে) মারিস না। বন্ধ হয়ে গেছে।

চন্দনা ॥ আপনার অসুখ এখনও সারেনি !

মিলন ॥ অনেক সেরে গিয়েছিল। মিষ্টির দোকান উঠে গিয়েই—হিক্—

বলোহরি ॥ বাবু আমি রেডি আছি।

মিলন ॥ মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব—হারামজাদা! তোর কিছছু করতে হবে না।

চন্দনা ॥ আপনার জন্য আমার দুঃখ হয়। যে ব্যবসাই করছেন উঠে যাচ্ছে।

মিলন ॥ ক্ষতি নেই। আমিও একটার পর একটা ব্যবসা রেডি করে রেখে দিয়েছি। দেখি কত উঠতে পারে।

চন্দনা ॥ কিন্তু—আজ আমি কি করব বলুন তো? মিষ্টি না পেলে আমি লোকজনকে খাওয়াব কি?

মিলন ॥ কিছছু ভাববেন না। মিষ্টির পরিবর্তে ভাল জিনিস এনেছি।

চন্দনা ।। কি এনেছেন, দেখি ?

[হাবু প্রবেশ করে। মিলন ঝুড়ির মধ্য থেকে একটার পর একটা জিনিস বার করে দেখাতে থাকে]

মিলন ।। ব্রিন্‌জ্যাল্‌ কাটলেট—বেগুন ভাজা। পটেটো রোষ্ট—আলু সেদ্ধ। ব্যানানা কাবাব—কলা ঘণ্ট। লেডিজ ফিংগার ফ্রাই—

বলোহরি ।। মেয়েছেলের আংগুল ভাজা—

মিলন ।। গর্ধব! ঢেড়স ভাজা—। একরকমের মিষ্টিও এনেছি—কোকোনাট্‌ বল্—নারকোলের নাড়ু। নিন ম্যাডাম, একটা টেষ্ট করুন, আমি ক্যামেরা ক্লিক করি।

চন্দনা ।। আজ থাক অন্য একদিন আসবেন।

হাবু ।। আমি দেখছি টেষ্ট করে।

[হাবু একটা মুখে দেয়]

এ তো তেলেভাজা—

মিলন ।। ছিছি তেলেভাজা বোলো না। বলো অয়েল ফ্রায়েড্‌! তা খেতে কেমন লাগছে ?

হাবু ।। মন্দ না। ভেতরে নিয়ে যাই।

[হাবু ঝুড়ি নিয়ে চলে যায়]

মিলন ।। ম্যাডাম, দয়া করে আপনার অতিথিদের মধ্যে আমার একটু প্রচার করে দেবেন। আমার দোকানের নতুন নাম দিয়েছি, সাহা জুয়েলার্স স্যুইটস্‌ অয়েল ফ্রায়েড শপ্‌!

চন্দনা ॥ আচ্ছা, আপনি যান, আমি বলে দেব।

[নিঃশব্দে বিল্টু প্রবেশ করে এক পাশে দাঁড়ায়]

মিলন ॥ নমস্কার।

[মিলন খক করে কাশে। বলোহরি হাতুড়ি উঁচু করে]

হিক্কা নয়, হিক্কা নয় হতভাগা—কাশি !

[মিলন ও বলোহরি চলে যায়]

চন্দনা ॥ কি ব্যাপার বিল্টুবাবু, আপনি এত গম্ভীর কেন ?

বিল্টু ॥ খবরটা যা শুনেছি তাহলে সত্যি !

চন্দনা ॥ কি খবর শুনেছেন ?

বিল্টু ॥ তুমি নাকি অসীমবাবুকে বিয়ে করছ ?

চন্দনা ॥ হ্যাঁ। আপনি বসুন, আপনাকে নারকোলের নাড়ু দিচ্ছি।

বিল্টু ॥ নারকোলের নাড়ু খেতে আমি আসিনি। আমাকে যদি বিয়েই না করবে, তাহলে আমার বাড়ীটাকে তোমার নামে লিখিয়ে নিলে কেন ?

চন্দনা ॥ আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি ভীষণ বোকা।

বিল্টু ॥ এতদিন বুঝতে পারিনি আমি বোকা। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, আমি শুধু বোকা নই, আমি একটা গাধা।

চন্দনা ॥ নিজেকে অত ছোট ভাবছেন কেন ?

বিল্টু ॥ কেন ভাবব না ? নিজেকে রামছাগল ভাবলেই বা তোমার কি এসে যায় ?

চন্দনা ॥ এসব কথা কেন বলছেন ?

বিল্টু ॥ আমার কি ইচ্ছে করছে জান ? পাগল হয়ে রাস্তায় কাগজ কুড়োই।

চন্দনা ॥ কিসের দুঃখে ?

বিল্টু ॥ আবার জিজ্ঞেস করছ ? মাতৃহারা ছেলে দেখেও তোমার দয়া হলো না ? নিষ্ঠুরভাবে নাবালকের সম্পত্তি নেবার মত, বাড়ীখানা ঠকিয়ে নিলে ?

চন্দনা ॥ ঠকালাম কোথায় ? আপনার বাড়ীতে আপনিই থাকবেন। শুধু আপনাকে বিয়ে করতে পারলাম না।

বিল্টু ॥ বিয়ে করতে পারলে না বলেই তো আমার সব চাইতে বেশি দুঃখ।

চন্দনা ॥ আজ শুভদিনে এসব কথা থাক বিল্টুবাবু।

বিল্টু ॥ কার শুভদিন, আমার না তোমার ?

চন্দনা ॥ কেন আপনাকে বিয়ে করতে পারলাম না জানেন ?

বিল্টু ॥ সেটাই তো আমি জানতে চাই। কোন অপরাধে তুমি ছলনাময়ী হয়ে গেলে ?

চন্দনা ॥ আমি ভেবে দেখলাম, একজন অভিনেত্রীর জন্য যে নিজের গর্ভধারিণীকে মেরে ফেলতে পারে, সে আরেকজন রূপসীর জন্যেও অনায়াসে সেই অভিনেত্রীকে একদিন খুন করতে পারে।

বিল্টু ॥ এই ভাবাভাবিটা বাড়ীখানা লিখে দেবার আগে করলেই ভাল হতো না ? যাক, যা হবার হয়েছে, ডিড্খানা আমাকে ফেরত দিয়ে দাও।

চন্দনা ॥ ডিড্ আমার কাছে থাকলে, তবু আপনার সঙ্গে আমার

কিছুটা সম্পর্ক থাকবে। মাঝে মাঝে বাড়ীখানা দেখতে যাব, সেই সুযোগে আপনাকেও একবার দেখে আসব।

বিল্টু ॥ যেদিন বাড়ী ছাড়ার নোটীশ দেবে, সেদিন আমি কোথায় যাব ?

চন্দনা ॥ অতটা খারাপ ভাববেন না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলে যান। যাবার আগে একটা মিষ্টি খেয়ে যান।

বিল্টু ॥ মিষ্টি আমার কাছে আজ চিরতা! তাহলে তোমার শেষ কথা, অসীমবাবুকেই তুমি বিয়ে করবে!

চন্দনা ॥ হ্যাঁ—।

বিল্টু ॥ (কান্না-ভাঙ্গা গলায়) বেশ, মনে রেখো, স্বপ্নে তুমি আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছ। এরপর যদি তুমি আরেকজনকে বিয়ে করো, তাহলে তোমার ভীষণ পাপ হবে।

[বিল্টু চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়। ভেতর থেকে ঢেকুর ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে আসে চণ্ডী ও শান্তনু]

চণ্ডী ॥ দারুণ খাওয়া, বাপরে বাপ্!

চন্দনা ॥ চণ্ডীবাবু, আপনি কি এখুনি চলে যাচ্ছেন নাকি ?

চণ্ডী ॥ একটু বিশ্রাম করে নিই, তারপর যাব। তুমি ভেতরে যাও অনেকে তোমাকে খুঁজছে।

চন্দনা ॥ শান্তনুবাবু, আপনি চলে যাবেন না যেন!

শান্তনু ॥ আমি এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিনা। বিয়ের পুরো রিপোর্ট আমাকে লিখতে হবে।

[চন্দনা ভেতরে যায়। শান্তনু ও চণ্ডী বসে]

(চণ্ডীকে) চণ্ডীবাবু, আপনার কিন্তু এখানে থাকার দরকার ছিল।

চণ্ডী॥ থাকতাম, কিন্তু আমার স্ত্রী আবার বাপের বাড়ী থেকে ফিরেছে।

শান্তনু॥ স্ত্রীকে খুব ভয় করেন নাকি ?

চণ্ডী॥ দূর, ভয় না হাতী! দেরী করে ফিরলে চেঁচামেচি করবে, তাই একটু আগেই যাব। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নাম কা ওয়াস্তে একটা স্ত্রী থাকতে হয়, তাই আছে।

শান্তনু॥ এভাবে থাকতে থাকতে যদি আপনার স্ত্রী আপনাকে স্বামী বলে অস্বীকার করে ?

চণ্ডী॥ বেঁচে যাই। হাতে বই থাকলে স্ত্রীর অভাব হবে না।

শান্তনু॥ বইয়ের সঙ্গে স্ত্রীর কি সম্পর্ক আছে ?

চণ্ডী॥ আপনি দেখেছি একটা আনাড়ী সাংবাদিক। পরিচালকের কত ক্ষমতা আছে জানেন? এক কথায় অভিনেত্রীকে নাম করতে হলে, পরিচালকের হাতের মুঠোর মধ্যে যেতেই হবে।

শান্তনু॥ সব অভিনেত্রীই যে পরিচালকের হাতের মুঠোর মধ্যে যাবে, এর কোন মানে নেই।

চণ্ডী॥ যে যাবে না তার ভবিষ্যত অন্ধকার। চন্দনার কথাই ধরুন না। এতবড় অভিনেত্রী হবার মূলে রয়েছি আমি।

শান্তনু॥ আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে আপনার ক্ষমতার জন্যেই চন্দনা এতবড় অভিনেত্রী হয়েছে।

চণ্ডী॥ আপনার মত উজবুক সাংবাদিক বিশ্বাস না করলে আমার

ক্ষমতা তাতে কিছু কমবে না। সবাই জানে পরিচালক চণ্ডী চ্যাটার্জী মানেই হচ্ছে একটা বুল্‌ডগ্‌।

শান্তনু॥ ক্ষমতা দেখাচ্ছেন! আমি যদি পাবলিসিটি না দিতাম, চন্দনা তো দূরের কথা আপনাকেও রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হতো।

চণ্ডী॥ (গলা চড়িয়ে) তোমার মত সাংবাদিককে দিয়ে আমি জুতো পালিশ করাতে পারি!

শান্তনু॥ (আরেক পর্দা চড়িয়ে) তোর মত পরিচালককে দিয়েও আমি পা টেপাতে পারি।

চণ্ডী॥ যতবড় মুখ নয়, ততোবড় কথা! রাস্কেল কোথাকার!

শান্তনু॥ আমি রাস্কেল না তুই রাস্কেল! জুতিয়ে তোর মুখ লম্বা করে দেব।

চণ্ডী॥ হারামজাদা—

[চণ্ডী এগিয়ে যায়। শান্তনু পা থেকে জুতো খোলে]

শান্তনু॥ দেখি তোর কত ক্ষমতা!

[দুজন দুজনকে জাপ্টে ধরে। ভেতর থেকে হাবু এসে ঐ দৃশ্য দেখে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে]

হাবু॥ চালান চণ্ডীবাবু—চালান শান্তনুবাবু। দেখা যাক কে হারে কে জেতে। এইতো শান্তনুবাবু,—মারুন প্যাঁচ। চণ্ডীবাবু, আরো জোরে, আরো জোরে। চিৎ করতে পারলেই বাজীমাৎ! আ—হা—হা, অল্পের জন্য হলো না।

[চন্দনা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

চন্দনা ॥ কি করছেন আপনারা ? চণ্ডীবাবু, ছেড়ে দিন।

[চন্দনা দুজনকে ছাড়িয়ে দেয়]

আপনারা মারামারি করছেন কেন ?

শান্তনু ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) আমার মুখের সামনে বলে, ও নাকি তোমাকে নাম করিয়েছে !

চণ্ডী ॥ জিজ্ঞাসা করে দেখ, কার ট্রেনিং-এ ও এতবড় হয়েছে।

চন্দনা ॥ আপনারা কি আরম্ভ করেছেন বলুন তো ? তখন আপনাদের বারবার করে বললাম অত ড্রিংক করবেন না।

চণ্ডী ॥ তোমার শান্তনুবাবুকে বল, একটু খেয়েই মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

চন্দনা ॥ আপনারা দয়া করে এখানে মারামারি করবেন না। বাইরের লোকজন রয়েছে, কি ভাববে, বলুন তো ?

শান্তনু ॥ মারামারি করলাম নাকি ? কৈ বুঝতে পারিনি তো ! আমি তো ভাবলাম ডিসকাশন করছি। ছি ছি, তাহলে অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি যাও চন্দনা, আর কোন ভয় নেই।

চন্দনা ॥ হাবু, তুই এখানে কি করছিস ?

হাবু ॥ আঃ, আপনি এসে গেলেন দিদিমণি, নাহলে চণ্ডীবাবু শান্তনুবাবুকে এমন পটকান দিতেন !

চন্দনা ॥ তোকে যে আমি বাইরে থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসতে বললাম। যা শিগগির—

[হাবু চিৎকার করে গান করতে করতে বাইরে চলে যায়। চন্দনা ভেতরে যায়]

শান্তনু ॥ ছি ছি—কি কাণ্ড বলুন তো ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন চণ্ডীবাবু।

চণ্ডী ॥ কি মুস্কিল ! আমি দোষ করলাম, আপনি আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন কেন ?

শান্তনু ॥ আপনি এত বড় পরিচালক, আপনি কখনও দোষ করতে পারেন ? দোষ আমার।

চণ্ডী ॥ ও-ভাবে বলবেন না মাইরী, লজ্জার আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনি শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক, শিল্প-জগতের কর্ণধার। কান ধরে কখন কাকে বসিয়ে দেবেন ঠিক নেই। আমি আপনার কাছে হাত জোড় করছি। দয়া করে সুনজরে দেখবেন।

শান্তনু ॥ নিশ্চয়ই দেখব। বলুন আপনার পরবর্তী নাটকগুলোর নাম। আমি সামনের ইস্যুতেই এ্যাডভান্স রিভিউ বার করে দেব। দয়া করে বলুন প্রভু—

[দুজনেই দুজনের দিকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে : চন্দনা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

চণ্ডী ॥ শুনুন, আমার পরবর্তী নাটকগুলোর নাম। প্রথমে বাংলার মেয়ে, তারপর বোম্বের মেয়ে, তারপর হলিউডের মেয়ে, তারপর আন্দামানের মেয়ে, সবশেষে আদিম মেয়ে।

চন্দনা ॥ আপনাদের যা অবস্থা দেখছি, এখন বাড়ী যেতে গেলেই চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকবেন।

চণ্ডী ॥ আমার কিছছু হয়নি। শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকের একটু বেশি নেশা হয়েছে। (শান্তনুকে) ধর্মাবতার, আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।

শান্তনু ॥ সাবধানে যাবেন প্রভু। পৃথিবী ফুল স্পীডে ঘুরছে। পড়ে না যান।

চণ্ডী ॥ ভয় নেই ধর্মাবতার, আমি মংগল গ্রহের রেলিং ধরে ধরে চলে যাব। [চণ্ডী বাইরে চলে যায়]

চন্দনা ॥ আপনি কাগজের লোক, আপনার এতটা ড্রিংক করা উচিত হয় নি।

শান্তনু ॥ কি করব, তেলেভাজা কম্বিনেশান পেয়েছি, তাই একটু বেশিই খেয়ে-ফেলেছি।

[শান্তনু ভেতরে যায়। অসীম হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে]

অসীম ॥ শান্তনুবাবু একেবারে আউট হয়ে গেছে।

চন্দনা ॥ হবে না! যত পেরেছে গিলেছে।

অসীম ॥ আমি কি ভাবছি জান ?

চন্দনা ॥ কি ভাবছ ?

অসীম ॥ নেক্সট্ উইকে তোমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যাব।

চন্দনা ॥ সেকি ? তুমি যে বলেছিলে বিয়ের পরই ছবির কাজ আরম্ভ করবে। সেই জন্যেই তো আমি তাড়াহুড়ো করে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললাম।

অসীম ॥ তোমার কাছে কি ছবি আর অভিনয় ছাড়া কোন কথা নেই ? আজকের দিনটা আমার সঙ্গে দু'চারটে রোমান্টিক কথাও তো বলতে পার।

চন্দনা ॥ সব রোমান্টিক কথা তো বিয়ের আগেই বলে শেষ করে দিয়েছি। নতুন কথা তো আর খুঁজে পাচ্ছিনা।

অসীম ॥ তাহলে সারা জীবন আমাদের কি করে কাটবে বলোতো ?

চন্দনা ॥ নতুন নাটক নিশ্চয়ই সৃষ্টি হবে, নতুন সংলাপও রচনা হবে। সেই সংলাপ মঞ্চেও চলবে আবার দম্পতির মাঝেও চলবে।

[ভেতর থেকে দীপ্তেন্দু বেরিয়ে আসে]

দীপ্তেন্দু ॥ চন্দনা দেবী, আপনি ভেতরে যান। অনেক গণ্যমান্য লোকেরা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

[চন্দনা ভেতরে যায়]

অসীম ॥ জানিস দীপ্তেন্দু, চন্দনাকে পেয়ে, আমি যে কতটা সুখী হয়েছি, তোকে বলে বোঝাতে পারব না।

দীপ্তেন্দু ॥ শুনলাম পাপিয়া সেন এখানে আসবে ?

অসীম ॥ হ্যাঁ—চন্দনা ওকে আসতে বলেছে। প্রথমে আপত্তি করেছিল, পরে নাকি রাজী হয়েছে।

দীপ্তেন্দু ॥ যাই বলিস, পাপিয়া সেনও কিন্তু খারাপ ছিল না।

অসীম ॥ চন্দনার কাছে পাপিয়া সেন। হেভেন এ্যাণ্ড হেল্ ডিফারেন্স ! চন্দনার কথা-বলা, হাঁটা, চলা, চোখের দৃষ্টি মরা মানুষকে পর্যন্ত জ্যান্ত করে দেয়।

দীপ্তেন্দু ॥ তোর বাড়ীর খবরটা চন্দনাকে জানিয়েছিস ?

অসীম ॥ পাগল, এই শুভদিনে ঐ দুঃসংবাদ জানাতে আছে !

দীপ্তেন্দু ॥ কতদিন গোপন করে রাখবি ? একদিন তো জানবেই।

অসীম ॥ হ্যাঁ—জানবে। দুঃখও পাবে খুব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

আমার ওপর ওর শ্রদ্ধা ভালবাসা আরো বেড়ে যাবে। কারণ চন্দনার কাছে ভালবাসাই বড় কথা।

[চন্দনা প্রবেশ করে]

চন্দনা ॥ অসীম, তোমাকে মিসেস সেন ডাকছেন।

অসীম ॥ এই এক ভদ্র মহিলার পাল্লায় পড়েছি—

[অসীম ভেতরে যায়]

দীপ্তেন্দু ॥ অসীম আজ খুব মুডে আছে।

চন্দনা ॥ আমি তো কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। বড্ড একঘেঁয়ে মনে হয়।

দীপ্তেন্দু ॥ চন্দনা দেবী, আমি বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি। আপনার প্রেজেণ্টেশান নিয়ে আসতে হবে।

চন্দনা ॥ তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

দীপ্তেন্দু ॥ রোজই বলেন কথা আছে—অথচ কিছুই বলেন না।

চন্দনা ॥ আচ্ছা—আপনি ঘুরে আসুন।

[দীপ্তেন্দু চলে যায়। বাইরে থেকে হাবুর গলা শোনা যায় —"দিদিমণি, দিদিমণি'। হাবু প্রবেশ করে। তার মাথায় একটা বড় ট্রাংক। তার ওপর একটা হোল্ডঅল। চন্দনা অবাক হয়]

কিরে এসব কার জিনিস ?

হাবু ॥ এগুলো মাথা থেকে নামিয়ে দিন, তারপর বলছি।

[চন্দনা জিনিসগুলো নামায়]

চন্দনা ॥ কিরে, কথা বলছিস না কেন ? কোথা থেকে এই জিনিস-গুলো নিয়ে এলি ?

হাবু ॥ তিনি এসেছেন।

চন্দনা ॥ কে ?

হাবু ॥ জামাইবাবু।

চন্দনা ॥ সুশোভন !

[সুশোভন সুটকেস হাতে প্রবেশ করে]

সুশোভন ॥ হ্যাঁ—আমি।

[চন্দনার মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। সুশোভন পকেট থেকে পয়সা বার করে হাবুকে দেয়]

হাবু, এই পয়সাটা রিকসাওয়ালাকে দিয়ে এসো।

[হাবু পয়সা নিয়ে বাইরে যায়]

চন্দনা ॥ তুমি হঠাৎ এলে ?

সুশোভন ॥ হঠাৎ আবার কি ! আমি তো বলেই গিয়েছিলাম ফিরে আসব। কেন, হাবু কিছু বলেনি ?

চন্দনা ॥ না।

সুশোভন ॥ সেই জন্যেই তোমার কাছে অবাক লাগছে।

চন্দনা ॥ তুমি এসে ভাল করনি সুশোভন। তুমি পরের ট্রেনে ফিরে যাও।

সুশোভন ॥ ফিরে যাবার কোন কথাই উঠতে পারে না, কারণ আমি চাকরীতে রিজাইন করে এসেছি।

চন্দনা ॥ রিজাইন করে এসেছ ! কেন ?

সুশোভন ॥ স্থায়ীভাবে তোমার সঙ্গে থাকব বলে।

চন্দনা ॥ আমাকে জিজ্ঞেস না করে তুমি চাকরী ছাড়লে কেন ?

সুশোভন ॥ আমি তো স্ত্রৈণ নই যে সব কাজ স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে করব। আমি একজন সাবালক স্বামী। ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি।

[হাবু প্রবেশ করে]

হাবু, আমি দিদিমণিকে যে কথা বলতে বলেছিলাম, তুমি বলনি কেন ?

হাবু ॥ বলতে আর সময় পেলাম কোথায় ? যা বিয়ের ধুম্ লেগে গেল !

সুশোভন ॥ বিয়ে ! কার বিয়ে ?

হাবু ॥ দিদিমণি, উত্তর দিন আমি চললাম।

[হাবু তাড়াতাড়ি ভেতরে যায়]

সুশোভন ॥ কার বিয়ে চন্দনা ?

চন্দনা ॥ (গম্ভীরভাবে) আমার। অসীমকে আজ আমি বিয়ে করব।

সুশোভন ॥ অসীমকে বিয়ে করবে ! (সুশোভন হো হো করে হেসে ওঠে] তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। স্বামী বর্তমান থাকতে মেয়েদের কখনও দুবার বিয়ে হয় নাকি ?

চন্দনা ॥ আমি মেয়ে নই।

সুশোভন ॥ তবে তুমি কি ?

চন্দনা ॥ আমি অভিনেত্রী।

সুশোভন ॥ বেশ খুশী হলাম। সেই জন্যেই বুঝি এই ঘরটা এত করে সাজান হয়েছে! তা বিয়ে কি করে হবে? আইন বলে তো এখনও একটি জিনিস আছে। ডিভোর্স না করে তুমি আরেকজনকে বিয়ে করবে কি করে?

চন্দনা ॥ আমাদের এই লাইনে ডিভোর্সের কোন প্রয়োজন হয় না। আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এর ওপরই সেপারেশন হয়ে যায়।

সুশোভন ॥ আমার সঙ্গে তো তোমার সে রকম কোন আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয় নি। আমি তো কালই তোমার নামে কোর্টে কেস্ ফাইল করব।

চন্দনা ॥ কেস্ করে কিছছু করতে পারবে না। উল্টে তোমাকেই আমি চরিত্রহীন মাতাল প্রমাণ করে দেব। তা ছাড়া উকিলের খরচের জন্য টাকা পাবে কোথায়? আমার কাছেই তোমাকে হাত পাততে হবে। আমি টাকা না দিলে তুমি কেস্ চালাবে কি করে?

সুশোভন ॥ (চিন্তা করে) সেও তো কথা! ওদিকটা তো একেবারেই ভাবিনি! তাহলে কি করা যায় বলো তো?

চন্দনা ॥ কিছছু করবার নেই। তুমি চলে যাও। আমি বরং তোমাকে প্রতি মাসে স্বামী-ভাতা হিসেবে কিছু টাকা দেব।

সুশোভন ॥ এরকম অবস্থার মধ্যে পড়ব কল্পনাও করিনি। কত আশা নিয়ে এসেছিলাম।

চন্দনা ॥ কি আশা নিয়ে এসেছিলে?

সুশোভন ॥ আমি পাশে থেকে তোমার চঞ্চল মনকে শান্ত করব।

তুমি যেখানেই যাবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকব। তুমি বিরক্ত হবে, অবাধ্য হবে, তবু আমি শুনব না। আদর করে, শাসন করে আমি তোমার ভুল বুঝিয়ে দেব। তখন তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না। যাক—মানুষ যা ভাবে সব সময় তা তো হয় না।

চন্দনা॥ এখন দুঃখ করে কি হবে? এই অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী।

সুশোভন॥ আমি!

চন্দনা॥ হ্যাঁ—তুমি। তুমি সংসার চালাতে পারনি বলেই অর্থ রোজগারের জন্য আমাকে এই লাইনে আসতে হয়েছিল। আমার সময় নেই। ভেতরে অনেক লোক বসে রয়েছে। আমাকে সেখানে যেতে হবে। তুমি এখন যাও।

সুশোভন॥ আজকের দিনটা তুমি আমাকে থাকতে দাও। তোমার বিয়ের দৃশ্যটা আমি নিজে চোখে দেখে যাই।

চন্দনা॥ দেখবার মত কিছু নেই। কারণ এসব বিয়ে রেজিস্ট্রী করেও হয় না, আবার পুরোহিত দিয়ে মন্ত্র বলেও হয় না। যেটা হয়, তার নাম আন অফিসিয়াল ম্যারেজ!

সুশোভন॥ সেটা কি জিনিস?

চন্দনা॥ এই লাইনের দু'চার জন লোক আর সাংবাদিকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি আর অসীম নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করব। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিতে হবে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

সুশোভন॥ এই রকম বিয়ে করে কি লাভ?

চন্দনা ॥ লাভ অনেক। বিয়ের পরও আগের পদবী ব্যবহার করা চলবে। আবার প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে আন্‌ম্যারেড্‌ বলেও দাবী করা যাবে।

সুশোভন ॥ এখানে না এলে আমার অনেক অভিজ্ঞতা বাকী থেকে যেত। আচ্ছা তুমি যাও, আমি এখানে বসে একটু বিশ্রাম করি।

[চন্দনা ভেতরে যায়। সুশোভন একটু সময় দাঁড়িয়ে ভাবে। তারপর নিজের ট্রাংক, হোল্ডঅল এবং সুটকেস্‌ ঘরের এক কোণে সাজিয়ে রাখে। বাইরে থেকে প্রবেশ করে নরনারায়ণ। তার হাতে ভেলভেটের কাপড়ে মোড়ানো একটি উপহার]

নরনারায়ণ ॥ এ কি! বিয়ে বাড়ী, অথচ অভ্যর্থনা করার কোন লোক নেই কেন?

সুশোভন ॥ আমি আছি,—আসুন। আসুন।

নরনারায়ণ ॥ আপনি শান্ত আছেন?

সুশোভন ॥ হ্যাঁ।

নরনারায়ণ ॥ উত্তপ্ত হবেন না?

সুশোভন ॥ না।

নরনারায়ণ ॥ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সুশোভন ॥ আপনি বুঝি এখনও চন্দনার আশা ছাড়তে পারেন নি?

নরনারায়ণ ॥ একমাত্র চন্দনার অপেক্ষায় বসে থাকলে কি রাজা-মহারাজাদের চলে? চন্দনা না পেলে বন্দনা, বন্দনা না পেলে সান্ত্বনা, একজনকে জোগাড় করেই নিতে হয়। সেজন্য ভাববেন না, ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে। শুনলাম চন্দনার বিয়ে হচ্ছে তাই উপহার নিয়ে এসেছি।

সুশোভন ॥ শুনলেন মানে ? আপনি কি নিমন্ত্রিত নন ?

নরনারায়ণ ॥ বিনা নিমন্ত্রণে রাজারা যে কোন জায়গায় যেতে পারে। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বিনা নিমন্ত্রণে যে কোন বিবাহ বাসরে যেতেন এবং বিয়ের কনেকে জোর করে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে আসতেন। আজ যদি সেই সুযোগ থাকত তাহলে কি চন্দনা— যাকগে, চন্দনাকে গিয়ে বলুন, রাজা নরনারায়ণ উপহার দেবার জন্য মহারাণীর গলা থেকে নেকলেস্ খুলে নিয়ে এসেছে।

সুশোভন ॥ আপনি ভেতরে গিয়ে খেয়ে আসুন।

নরনারায়ণ ॥ আমি যেখানে-সেখানে খাইনা।

সুশোভন ॥ আপনি এত দামী উপহার দেবেন, অথচ খাবেন না, তা কি করে হয় ?

নরনারায়ণ ॥ কি করে খাব! থানকুনি পাতার ঝোলতো এখানে রান্না হয় নি !

সুশোভন ॥ আপনি কি অসুস্থ ?

নরনারায়ণ ॥ ডাক্তার বলে কিন্তু আমার ধারণা আমি সুস্থ ! আচ্ছা আপনার পরিচয় তো জানতে পারলাম না।

সুশোভন ॥ আমি চন্দনার আত্মীয়।

নরনারায়ণ ॥ সেই জন্যেই বোধহয়, এর আগেরবার আপনি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ?

সুশোভন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

নরনারায়ণ ॥ আমি তো এখানে অনেকবার এসেছি। কিন্তু— আপনাকে আমি একবারই দেখেছি

সুশোভন ॥ আমি এখানে থাকি না। আমার স্ত্রীর বিয়ে উপলক্ষ্যেই এসেছি।

নরনারায়ণ ॥ শুনে খুব আনন্দ হলো। (হঠাৎ খেয়াল করে) স্ত্রীর বিয়ে উপলক্ষ্যে ! তার মানেটা কি হলো ?

সুশোভন ॥ (হেসে) প্রজাদের কথার মানে রাজাদের পক্ষে বোঝা খুবই শক্ত। উপহারটা দিন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

[নরনারায়ণ উপহার দেয়]

নরনারায়ণ ॥ উপহার দেখে চন্দনার মনের কোন পরিবর্তন হলো কিনা, সেটা দেখে আসবেন।

[সুশোভন ভেতরে যায়। নরনারায়ণ নিজের গোঁফ পাকাতে থাকে। পাপিয়া বাইরে থেকে প্রবেশ করে। তার হাতে উপহারের প্যাকেট। তার সাজসজ্জা দেখে নরনারায়ণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে]

পাপিয়া ॥ হাঁ করে কি দেখছেন ?

নরনারায়ণ ॥ আপনাকে। চমৎকার দেখাচ্ছে।

পাপিয়া ॥ তবুও তো ডার্ক ব্রাউন শাড়ীটা পারিনি, মাথাটাকে কোকোনাট্ করিনি।

নরনারায়ণ ॥ কোকোনাট না করেই যা বানিয়েছেন, তাতেই আমার হার্টে অলরেডি দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে ! কিন্তু আপনার মুখখানা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

পাপিয়া ॥ আমাকে ক্যালেণ্ডারে দেখেছেন।

নরনারায়ণ ॥ ক্যালেণ্ডার !

পাপিয়া॥ হ্যাঁ—প্রতি বছরই ক্লোরা কোম্পানীর ক্যালেণ্ডারে আমার ছবি ছাপা হয়।

নরনারায়ণ॥ আপনার সৌন্দর্যকে এইভাবে ক্যালেণ্ডারে ছাপিয়ে নষ্ট করবেন না। আপনার উপযুক্ত কাজ আমি দেব।

পাপিয়া॥ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ্। আপনার পরিচয়টা দয়া করে দিন।

নরনারায়ণ॥ কিং অফ লক্কর এস্টেট্।

পাপিয়া॥ ভেরী গ্ল্যাড টু মিট্ ইউ।

নরনারায়ণ॥ আপনার নম্বরটা মনে রাখবেন, থারটি এইট্।

পাপিয়া॥ কিসের নম্বর?

নরনারায়ণ॥ সুন্দরী মেয়েদের আমি মাইনে করে রাখি।

পাপিয়া॥ কি কাজ আমাকে করতে হবে?

নরনারায়ণ॥ কোন কাজ করতে হবে না। শুধু মডেল হয়ে আমার সামনে থাকতে হবে।

পাপিয়া॥ হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল জব্। আপনার বয়স কত?

নরনারায়ণ॥ (আমতা আমতা করে) আহা, বয়স দিয়ে কি হবে?

পাপিয়া॥ প্লিজ বলুন—

নরনারায়ণ॥ ষাট বছর।

পাপিয়া॥ ও—ইউ আর ফাদার অফ মাই গ্র্যাণ্ড ফাদার।

নরনারায়ণ॥ এসব কি বলছেন?

পাপিয়া॥ জানেন, বুড়ো লোকগুলোকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মুখ, কোটরে যাওয়া চোখ, কোঁচ্কানো চামড়া, গিলে করা গাল—ওঃ, ভাবতেই শরীরে শিহরণ জাগে।

নরনারায়ণ॥ (আগ্রহ প্রকাশ করে) তাই নাকি?

পাপিয়া ॥ আপনার মাথার চুলগুলো যদি আরো সাদা হতো, বাতাস লেগে ফুরফুর করে তুলোর মত উড়তো—আঃ,লাভ্‌লি—লাভ্‌লি !

নরনারায়ণ ॥ (আনন্দে) এ তো নতুন কথা শুনলাম !

পাপিয়া ॥ আপনার চুলগুলোকে আমি আরো সাদা করে দিই ?—মিল্ক হোয়াইট কালার—

নরনারায়ণ ॥ কি করে করবেন ?

পাপিয়া ॥ আমার কাছে হেয়ার ড্রেসিং পাউডার আছে।

নরনারায়ণ ॥ বেশ তো, করুন।

[পাপিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে পাউডারের কৌটো বার করে নরনারায়ণের মাথায় ঢেলে দেয়]

পাপিয়া ॥ দেখুন, কি সুন্দর লাগছে আপনাকে।

[পাপিয়া ছোট আয়না বার করে তার সামনে ধরে]

নরনারায়ণ ॥ দেখি, দেখি—ছিছি—এ-তো ক্লাউন সাজিয়ে দিয়েছেন।

পাপিয়া ॥ প্লিজ ক্লাউন বলবেন না। বলুন শ্বেত ভাল্লুক, বলুন মাংকি অফ সিলোন্ !

নরনারায়ণ ॥ (রেগে) হোল্ড ইওর টাং! কিং অফ লক্কর এস্টেটকে শ্বেত ভাল্লুক বলা হচ্ছে, মাংকি অফ সিলোন বলা হচ্ছে !

পাপিয়া ॥ হচ্ছে ! একজন ফুলের মত নিষ্পাপ মেয়েকে কুপথে টানবার চেষ্টা ! অসভ্য জানোয়ার কোথাকার !

নরনারায়ণ ॥ আমি জানোয়ার ! (উত্তেজিত হয়ে) কি বলব, আজ যদি আমার হাতে সৈন্য সামন্ত থাকত, আমি তোমাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করতাম। তুমি আমার কাছে কাতরকণ্ঠে দয়া ভিক্ষা চাইতে, আমি তখন অট্টহাসি হাসতাম—(হাসে) হাঃ হাঃ হাঃ—

পাপিয়া ॥ (গলা চড়িয়ে) বেরিয়ে যান এখান থেকে, নইলে চেঁচাব—দারুণ ভাবে চেঁচাব।

নরনারায়ণ ॥ (গলা নামিয়ে) থাক থাক, চেঁচাবেন না। আমি যাচ্ছি। আশ্চর্য, একটা মেয়েও রাজার নাম শুনে রাজী হয় না।

[যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়]

আরেকবার বিবেচনা করে দেখলে পারতে—

[পাপিয়া ডান পা মাটিতে ঠুকে চেঁচিয়ে ওঠে]

পাপিয়া ॥ গেট্ আউট্ ইউ ডার্টি ডগ্!

[নরনারায়ণ ভয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়! পাপিয়া হেসে ওঠে। সুশোভন প্রবেশ করে]

সুশোভন ॥ আপনি হাসছেন কেন? রাজা মশাই কোথায়?

পাপিয়া ॥ বার করে দিয়েছি।

সুশোভন ॥ বাঁচিয়েছেন। আপনি ভেতরে যান।

পাপিয়া ॥ না—ভীড়ের মধ্যে যাব না।

সুশোভন ॥ চন্দনাকে পাঠিয়ে দেব?

পাপিয়া ॥ তাহলে খুব ভাল হয়।

সুশোভন ॥ একটা কথা বলব?

পাপিয়া ॥ কি?

সুশোভন ॥ আপনি চন্দনার কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন?

পাপিয়া ॥ হেরে গিয়েই তো ভাল হয়েছে। বাপের ত্যেজ্যপুত্রকে বিয়ে করে আমার কোন লাভটা হতো?

সুশোভন ॥ অসীমবাবুকে তার বাবা-ত্যেজ্যপুত্র করেছেন!

পাপিয়া ॥ হ্যাঁ—অভিনেত্রীকে বিয়ে করবে জেনে, বিষয় সম্পত্তি সব ছোটছেলের নামে লিখে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

সুশোভন ॥ সেকি, তা সত্বেও চন্দনা—চন্দনা নিশ্চয়ই জানে না।

পাপিয়া ॥ না। কারণ ব্যাপারটা ঘটেছে চার-পাঁচ দিন আগে।

সুশোভন ॥ দয়া করে এই খবরটা চন্দনার কানে পৌঁছে দেবেন? তাহলে খুব উপকার হয়।

পাপিয়া ॥ খবরটা জানাব বলেই তো আমি এসেছি।

সুশোভন ॥ (আনন্দে) আপনি আমাকে বাঁচালেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখনও আমার চান্স আছে। (চেঁচিয়ে ওঠে) মার দিয়া কেল্লা—

[চন্দনা প্রবেশ করে]

চন্দনা ॥ তুমি চেঁচাচ্ছ কেন!

সুশোভন ॥ অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ভেতরে যাচ্ছি। তুমি পাপিয়া দেবীর সঙ্গে কথা বল।

[সুশোভন লাফাতে লাফাতে চলে যায় এবং পর মুহূর্তে সকলের অলক্ষ্যে প্রবেশ করে হোল্ডঅল এবং ট্রাংকের পেছনে লুকিয়ে থাকে]

চন্দনা ॥ তুমি কতক্ষণ এসেছ পাপিয়া?

পাপিয়া ॥ বেশিক্ষণ নয়। এই নাও প্রেজেনটেশান। আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। (উপহার দেয়)

চন্দনা ॥ আমাদের বিয়ের সময় থাকবে না?

পাপিয়া ॥ আমাকে ক্ষমা করো। জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। অসীমকে বলে দিও, যে ব্যাপার ঘটেছে তারজন্য যেন দুঃখ না করে।

চন্দনা ॥ বড্ড ভুল করেছ পাপিয়া। তুমি কি মনে করেছ, আমাকে পেয়েও সে তোমার জন্য দুঃখ করবে ?

পাপিয়া ॥ ছি ছি—আমার জন্য তাকে দুঃখ করতে হবে না। বরং তার জন্যেই আমি সহানুভূতি জানাচ্ছি। কারণ তার বাবা তাকে এক পয়সা না দিয়ে ছোটছেলের নামে বিষয়-সম্পত্তি লিখে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

চন্দনা ॥ মিথ্যে কথা!

পাপিয়া ॥ গুড বাই—

[পাপিয়া অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চন্দনা চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। বাইরে থেকে প্রবেশ করে ধীরাজ।]

চন্দনা ॥ কি চাই ?

ধীরাজ ॥ আমার গয়নাগুলো ফেরত দিন।

চন্দনা ॥ কেন, হিরোর পার্ট করবে না ?

ধীরাজ ॥ আপনি রোজ রোজ ঘোরাচ্ছেন। আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে পার্ট দেবেন না।

চন্দনা ॥ এতদিন কোথায় ছিলে ? দেশে যাওনি ?

ধীরাজ ॥ দেশে গেলে মামা মামীমা আমাকে ভীষণ মারবে। গয়না-গুলো দিন, ওগুলো বিক্রী করে আমি পানের দোকান দেব !

চন্দনা ॥ কে তোমার গয়না নিয়েছে ?

ধীরাজ ॥ আপনি ঠকিয়ে নিয়েছেন !

চন্দনা ॥ চুপ !

ধীরাজ ॥ না,আমি চুপ করব না। (কাঁদে) আমার গয়না দিন—গয়না দিন—

[বাইরে মোটরের হর্ণ বাজে]

চন্দনা ॥ শিগগির খাটের নীচে লুকোও।

ধীরাজ ॥ কেন ?

চন্দনা ॥ একটা লোক আসছে, তোমাকে ধরে নিয়ে পুলিশের কাছে দিয়ে দেবে। লোকটা চলে গেলে তোমাকে আমি ডাকব। যাও—

[ধীরাজ ভয়ে-তাড়াতাড়ি খাটের নীচে যায়। বাইরে থেকে উপহার হতে প্রবেশ করে দীপ্তেন্দু]

দীপ্তেন্দু ॥ আপনার জন্য এই উপহার আনলাম।

চন্দনা ॥ কি এনেছেন দেখি ? (দেখে) কি সুন্দর নেকলেস্ !

দীপ্তেন্দু ॥ কত দাম জানেন ?

চন্দনা ॥ কত ?

দীপ্তেন্দু ॥ তিন হাজার।

চন্দনা ॥ (আনন্দে) এত দামের জিনিস আমাকে আপনি দিলেন !

দীপ্তেন্দু ॥ যত দামই হোক, আপনাকে মনের মত একটা জিনিস দিতে পারলাম, সেটাই আমার কাছে আনন্দ।

চন্দনা ॥ আপনাকে একটা কথা বলব, মনে কিছু করবেন না তো ?

দীপ্তেন্দু ॥ বলুন।

চন্দনা ॥ আপনাকে আজ আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

দীপ্তেন্দু ॥ শুধু আজ ! আপনাকে কিন্তু আমার রোজই ভাল লাগে।

চন্দনা ॥ আমি জানি। কিন্তু এখন তো কোন উপায় নেই। এ্যানাউন্স করে ফেলেছি। অসীমকে আমায় বিয়ে করতেই হবে।

দীপ্তেন্দু ॥ সেই জন্যেই তো আমি একথা প্রকাশ করতে চাইনি।

চন্দনা ॥ তুমি চিন্তা করো না দীপ্তেন্দু। ক'টা মাস ধৈর্য্য ধরে থাক ! অসীমকে আমি ঠিক কাটিয়ে দেব।

দীপ্তেন্দু॥ কিন্তু অসীম তোমাকে ভীষণ ভালবাসে চন্দনা।

চন্দনা॥ বাসুক। তবু, আমি তার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করব যাতে সে নিজেই আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তখন শুধু আমি আর তুমি, তুমি আর আমি—কি মজা!

দীপ্তেন্দু॥ বেশ সেই কথাই রইল। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

[ট্রাংক-হোল্ডঅলের পেছন থেকে সুশোভন হাততালি দিতে দিতে বেরিয়ে আসে। দীপ্তেন্দু তাড়াতাড়ি বাড়ার মধ্যে ঢুকে যায়]

সুশোভন॥ চমৎকার, চমৎকার—সীন্ দারুণ জমেছে!

চন্দনা॥ তুমি কোথায় ছিলে?

সুশোভন॥ এই ঘরেই। জান চন্দনা, আমি এতক্ষণ পর্যন্ত আশা করে বসেছিলাম, শেষ পর্যন্ত হয় তো তোমার মত পরিবর্তন হবে এবং আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আবার সুখে সংসার করতে পারব। কিন্তু এইমাত্র আমি যে কথা নিজে কানে শুনলাম, তাতে তোমার স্বামী হয়ে থাকবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। এই মুহূর্তে আমি অভিনেত্রীর স্বামীর পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। তোমার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা—ঐ হোল্ডঅল্ আর ট্রাংকটা আমার মাথায় তুলে দাও। আমি তোমার আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

চন্দনা॥ কোথায় যাবে?

সুশোভন॥ বহুদূরে, যেখানে তোমার ছায়া থাকবে না, সেখানে চলে যাব। আমি একা যাব না, খোকাকেও আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

চন্দনা॥ (চমকে) কেন তুমি খোকাকে নিয়ে যাবে?

সুশোভন ।। আমি তার বাবা, তার অমঙ্গল যাতে না হয়, সেই ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

চন্দনা ।। আমি তার মা, তোমার চাইতে অনেক বেশি আমি তার মঙ্গল কামনা করি।

সুশোভন ।। আগে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এখন করি না। আমি জেনেশুনে তার সর্বনাশ হতে দেব না।

চন্দনা ।। সর্বনাশের কথা কেন বলছ ?

সুশোভন ।। তুমি তার পিতৃ-পরিচয়, তার কাছে চিরকাল গোপন করে রাখবে। এর চাইতে তার বড় সর্বনাশ আর কি হতে পারে।

চন্দনা। (গম্ভীরভাবে) না—খোকাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। খোকা আমার কাছে থাকবে।

সুশোভন ।। (দৃঢ়ভাবে) খোকা তোমার কাছে থাকবে না। আমি তাকে নিয়ে যাবই।

চন্দনা ।। জোর করে তুমি খোকাকে হোস্টেল থেকে নেবার চেষ্টা ক'রো না সুশোভন। আমাকে তাহলে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে।

সুশোভন ।। ভয় দেখিও না। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, হোস্টেলে তার গার্জিয়ান হিসেবে আমার নাম লেখা রয়েছে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে গেলে পুলিশের বাবারও ক্ষমতা নেই আমাকে বাধা দেয়।

চন্দনা ।। (ভয়ে) না-না, খোকাকে তুমি নিয়ে যেওনা। দোহাই তোমার, এ কাজ তুমি করো না। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

[সুশোভন হো হো করে হেসে ওঠে]

সুশোভন ।। খোকার জন্য এখনও তোমার মায়া হয় ?

চন্দনা । হয়। বাইরে প্রকাশ না করলেও তার জন্য আমার মায়া মমতা সবই হয়। বুক কাঁদে, চোখে জল আসে।

সুশোভন ।। এই ডায়ালগ্‌গুলো তুমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বোলো অনেক হাততালি পাবে। আমি বাহবা দিতে পারব না।

চন্দনা ।। বাহবা পাবার জন্য আমি বলিনি। মায়ের অধিকার নিয়ে বলছি।

সুশোভন ।। কোন অধিকার তোমার নেই। গর্ভে ধারণ করলেই মা হওয়া যায় না। মায়ের অধিকার পেতে হলে ছেলের জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হয়। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ তাতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি, তোমার কামনা লালসা চরিতার্থ করবার জন্য তুমি সব কিছু করতে পার। দরকার হলে খোকাকে তুমি বিষ পর্যন্ত খাওয়াতে পার !

[চন্দনা হাত দিয়ে দু'কান চেপে ধরে]

চন্দনা ।। চুপ কর, সুশোভন, চুপ কর—। ও-কথা তুমি বোলো না। আর তুমি ও-কথা উচ্চারণ করো না।

[চন্দনা হাঁপাতে থাকে]

সুশোভন ।। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। মালগুলো তুলে দাও—

[চন্দনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে]

বেশ, না দিলে। আমি বাইরে থেকে লোক ডেকে নিয়ে আসছি।

[সুশোভন হন্ হন্ করে বাইরে চলে যায়। চন্দনা একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। ধীরাজ খাটের নাচ থেকে বলে ওঠে]

ধীরাজ ।। আমি আসব ?

চন্দনা ॥ (চমক ভেঙ্গে) এসো।

[খাটের নীচ থেকে ধীরাজ বেরিয়ে আসে]

তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি।

ধীরাজ ॥ পেছন দিক দিয়ে আবার পালিয়ে যাবেন নাতো ?

চন্দনা ॥ (দুঃখের হাসি হেসে) না।

[চন্দনা ভেতরে গিয়ে স্যুটকেস নিয়ে আসে]

এই নাও—

[ধীরাজ স্যুটকেস খুলে গয়নাগুলো দেখে আনন্দে হেসে ফেলে]

ধীরাজ ॥ আপনি খুব ভাল।

চন্দনা ॥ ধীরাজ, তোমার মা কোথায় থাকেন ?

ধীরাজ ॥ আমার মা মরে গেছে। সেই জন্যেই তো মামীমা আমাকে এত বকে, এত মারে। জানেন, আমার মা আমাকে খুব ভালবাসত। কোন দিন আমাকে মারত না।

[চন্দনা সস্নেহে ধীরাজকে কাছে টেনে নেয়]

চন্দনা ॥ গয়নাগুলো নিয়ে তুমি বাড়ী ফিরে যাও ধীরাজ। আর কোনদিন এখানে এসো না। এটা ভীষণ খারাপ জায়গা। তোমায় মামা মামীমা প্রথমে বকলেও, পরে দেখো তোমাকে খুব আদর করবে, খুব ভালবাসবে—

[ধীরাজকে আদর করতে করতে চন্দনার চোখ দুটো জলে ভিজে ওঠে]

ধীরাজ ॥ আপনি কাঁদছেন, কি হয়েছে আপনার ?

চন্দনা ॥ কিছু হয়নি। তুমি যাও ধীরাজ। বাড়ীতে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো করো, লক্ষ্মীছেলে হয়ে থেকো—

[ধীরাজ আস্তে আস্তে চলে যায়। চন্দনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কি ভেবে ঘরের একপাশে গিয়ে ছবির এ্যালবাম থেকে ছেলের ছবি বার করে নিয়ে দেখতে থাকে! তার দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। সে ছবিখানাকে বুকে চেপে ধরে। সুশোভন একটা লোক সঙ্গে করে প্রবেশ করে]

সুশোভন ॥ এই মালগুলো ওঠাও—

[সুশোভন লোকটার মাথায় হোল্ডঅল আর ট্রাংক তুলে দেয় এবং নিজের হাতে সুটকেস্ নেয়]

চলো—

চন্দনা ॥ শোন, তুমি তো কিছুই রোজগার করোনা। খোকার খরচ তুমি চালাতে পারবে না। ও খুব কষ্ট পাবে!

সুশোভন ॥ পাক কষ্ট। যে ছেলে এইরকম দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মায়, সে কষ্ট পাবে এ আর বেশি কথা কি। তবু আমার মনে সান্ত্বনা থাকবে এই দূষিত বাতাস তার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মিশে যেতে দিই নি। (লোকটাকে) চলো—

[চন্দনা এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ায়]

চন্দনা ॥ না—খোকাকে আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না।

সুশোভন ॥ পথ ছাড়—

চন্দনা ॥ তুমি বল, খোকাকে নিয়ে যাবে না!

সুশোভন ॥ ভাল কথা বলছি, দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াও, আমাকে যেতে দাও—

চন্দনা ॥ আমার কথার জবাব দাও, না হলে আমি পথ ছাড়ব না—

[সুশোভন চন্দনার হাত ধরে টেনে সরাতেই, চন্দনা পড়ে যায়]

চন্দনা ॥ (কান্না-ভাঙ্গা গলায়) তুমি যেওনা সুশোভন—তুমি যেওনা—

সুশোভন ॥ (লোকটাকে) কি হলো, দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

[সুশোভন যেতে থাকে। চন্দনা অশ্রুসিক্ত চোখে সুশোভনের পা ধরে]

চন্দনা ॥ খোকাকে হারিয়ে আমি বাঁচতে পারব না·সুশোভন। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব—

সুশোভন ॥ মিথ্যে কথা !

চন্দনা ॥ না—না, মিথ্যে নয়। বিশ্বাস করো—খোকার জন্য আমি সব কিছু ছেড়ে দেব, সব—। ওকে তুমি নিয়ে যেওনা—

[চন্দনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সুশোভন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে চন্দনাকে হাত ধরে ওঠায়]

সুশোভন ॥ আমি তোমাকে সব কিছু ছাড়তে বলছি না। তুমি শিল্পী, শিল্পের চর্চা নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু শিল্প-চর্চার কতগুলো মিথ্যে জিনিসকে আশ্রয় করে থাকবে কেন ? পারে আমি কম রোজগার করি, কিন্তু তাই বলে তুমি তোমার কর্তব্য ভুলে যাবে কেন ? এতে তো আমরা কেউ—সুখী হতে পারব না। তুমি না, আমি না, খোকা না—(গম্ভীর গলায় লোকটাকে) এই, মাল নামাও—[লোকটা মাল নামায়] বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, আমি পয়সা দিচ্ছি।

[লোকটা চলে যায়। ভেতর থেকে অসীম প্রবেশ করে]

অসীম ॥ কি ব্যাপার চন্দনা, এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ওদিকে যে সময় হয়ে গেল ! [চন্দনার চোখ দুটো জলে ওঠে]

চন্দনা ॥ বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—

অসীম ॥ (অবাক হয়ে) চন্দনা!

চন্দনা ॥ তুমি সব কিছু গোপন করে, ঠকিয়ে আমাকে পেতে চাও? চীট্, জোচ্চর কোথাকার!

অসীম ॥ (আমতা আমতা করে) কি গোপন করলাম?

চন্দনা ॥ তোমার বাবা তোমাকে তেজ্যপুত্র করেছে; কেন তুমি আমাকে একথা গোপন করেছ? সর্বস্ব খুইয়ে তোমার সখ আমাকে বিয়ে করা। মিথ্যেবাদী, ঠগ্, ছোটলোক!

অসীম ॥ কি কাণ্ড, তুমি খবরটা পেয়ে গেছ! কে বলল এসব কথা?

চন্দনা ॥ যেই বলুক। বেরিয়ে যাও বলছি এখান থেকে, নাহলে সবার সামনে আমি তোমার মুখোস খুলে দেব—

অসীম ॥ (গলা নামিয়ে) আচ্ছা—আমি চলে যাচ্ছি চন্দনা—

[অসীম মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে চলে যায়। চন্দনা ও সুশোভন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে]

সুশোভন ॥ একটা কথা বলব?

চন্দনা ॥ (শান্তভাবে) কি?

সুশোভন ॥ এই যে কথাগুলো বললে, এগুলো আবার অভিনয় করলে না-তো?

[চন্দনা কোন কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে সুশোভনের কাছে এগিয়ে যায়। ক্লান্তভাবে মাথাটা হেলিয়ে সুশোভনের কাঁধে রাখে। সুশোভনের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে। দীপ্তেন্দু সন্তর্পনে বেরিয়ে এসে নিজেকে আড়াল করে, চন্দনা ও সুশোভনের পেছন দিক দিয়ে পা টিপে টিপে বাইরে চলে যায়। পর্দা নেমে আসে]